চাকমা ঐতিহ্যবাহী আইন-১৯৯৮

(Chakma Customary Law-1998)

(সংশোধনী-২০১১ সহ)

তিবুরা রেজ্য চাকমা সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ

ত্রিপুরা, ভারত।

মূখ্য সংকলক

চন্দ্রসুর চাকমা, ইন্দু মাধব চাকমা,
বিমল মমেন চাকমা, শান্তিময়নি চাকমা,
কালা চাঁদ তালুকদার।

পর্যালোচনা

পুলিন দেওয়ান, ফণী ভূষণ চাকমা,
চাকমা অসীম রায়, কবিরাজ চাকমা,
নন্দ কুমার চাকমা।

১৯৯৮ সনের সংকলনের সম্পাদনা

নিরঞ্জন চাকমা

বর্তমান সংকলনের সম্পাদনা

কুসুম কান্তি চাকমা

সংশোধনী-২০১১-র খসরা কমিটি

নিরঞ্জন চাকমা, কুসুম কান্তি চাকমা,
অনিরুদ্ধ চাকমা, সুজয় চাকমা।

সংশোধনী-২০১১-র পর্যালোচনা কমিটি

অনিল চাকমা, ফণী ভূষণ চাকমা, শোভা রঞ্জন চাকমা,
ফুলেশ্বর চাকমা, বিমান দেওয়ান, বিরলা কার্বারী,
পদ্ম রঞ্জন চাকমা, মতিলাল চাকমা, রাঙাবি চাকমা,
চাকমা অসীম রায়, চিত্রা মলিণ্ঢকা চাকমা।

প্রথম সংস্করণ ঃ মার্চ ২০১৩।

কম্পোজ ও প্রকাশনা তত্বাবধায়ক ঃ মাদি, ধর্মনগর।

মুদ্রণে ঃ দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কালীবাড়ী রোড, ধর্মনগর।

মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

ভূমিকা

আমাদের সমাজে সুসংবদ্ধ বিচার প্রণালী বিদ্যমান। সেগুলির দ্বারাই সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের বিচার ব্যাবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে। সেগুলি কেও জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়নি বা কেও মাথা খাটিয়েও বের করেনি। সুখে-শান্ড়িতে সমাজে বসবাসের প্রয়োজনে সেগুলি আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে। যুগে যুগে সেগুলি সঞ্চিত হয়েছে এবং এক প্রজন্মের হাত ধরে অপর প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। যার ফলে সেগুলির গ্রহণ যোগ্যতা যেমন প্রশ্নাতীত তেমনি অঞ্চলভেদে ও গুত্থিভেদে প্রভেদও বিস্ড়র।

যে কোন ঐতিহ্যবাহী আইনের ধর্মই হল তা যেমনি অস্পষ্ঠ তেমনি নমনীয়। যার ফলে যে কোন ঐতিহ্যবাহী আইনের সফল প্রয়োগ তার সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও ব্যাপ্তির স্পষ্ঠতার উপর যতটা নির্ভর করে তার চাইতে অনেক বেশী নির্ভর করে আইন প্রয়োগকারীর প্রাজ্ঞতার উপর। সেজন্যই ঐতিহ্যবাহী আইনগুলি অলিখিত হয়েও দেশে দেশে সমাদৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এই কথাটা আমাদের কার্বারীদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী আইনের বিচারক, যে সমাজের ঐতিহ্যবাহী আইন সে সমাজের সদস্য হওয়াই বাঞ্চনীয়। না হলে বিচারকের জন্য আইনের প্রাসঙ্গিকতা ও গুর"ত্ব বুঝা দুরূহ হয়ে ওঠে। যেমন, কোন ভান্ড়েকে আঘাত করা বা গরবা কুদুমের শণ্ডীলতাহানি করা ইত্যাদি অপরাধগুলির সংবেদনশীলতা এক জন অচাকমার পক্ষে কোন প্রকারেই বুঝা সম্ভব নয়।

বর্তমানে আমরা একদিকে কঠিন আধুনিক যুগের সন্মুখীন এবং অপরদিকে আমাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে দ্বৈত বিচার ব্যবস্থার মুখোমুখি। এক দিকে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী বিচার ব্যবস্থা, অপর দিকে আমরা যে যে দেশে বসবাস করছি (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার ইত্যাদি) তার নিজস্ব বিচার পদ্ধতি। এই দুই পদ্ধতির সুষম মিলনের মধ্যেই আমাদের সুখী-সম্বৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দ্র"ত ও স্বল্প খরচে জনগণকে সুবিচার দেওয়ার জন্য ভারত সরকার বিচার ব্যাবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ড়নিয়েছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে বর্তমানে গ্রামীন বিচারালয় (Village Court) স্থাপনের চেষ্টা চলছে। গ্রামীণ বিচারালয় আইন বলবৎ হলে ঐতিহ্যবাহী আইনগুলি তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। সে জন্যই আমাদের প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী আইনগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিখিত রূপ দানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ত্রিপুরাতে চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী আইন সংকলনের কাজ শুর" হয় তৎকালীন বিধানসভার সদস্য অনিল কুমার চাকমার অনুপ্রেরণায় ১৯৯৫ সালে। তাঁর অনুরোধক্রমে ১৯৯৫ সালেই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যবাহী আইন সংকলন সম্পন্ন হয়। প্রথমটি সংকলন করেন চন্দ্রসুর চাকমা, দ্বিতীয়টি সংকলন করেন ইন্দু মাধব চাকমা এবং তৃতীয়টি যৌথভাবে সংকলন করেন বিমল মমেন চাকমা, শান্ড়িমনি চাকমা ও কালা চাঁদ তালুকদার। সংকলনগুলি পর্যালোচনা করার জন্য ১৯৯৬ সালে আগরতলায় সারা ত্রিপুরার কার্বারীদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনটিকে একত্র করে পরিপূর্ণ সংকলন প্রস্তুতির জন্য পুলিন দেওয়ান, ফণী ভূষণ চাকমা, চাকমা অসীম রায়, কবিরাজ চাকমা ও নন্দ কুমার চাকমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁদের প্রস্তুতকৃত সংকলনটিই ১৯৯৮ সালে নিরঞ্জন চাকমা দ্বারা সম্পাদিত হয়ে ত্রিপুরার প্রত্যেক আদাম পঞ্চায়েতে বিলি করা হয়।

যুগের প্রয়োজনে কিছু কিছু ধারা সংশোধনের জন্য এবং কতকগুলি অসংকলিত ধারা সংযোজনের জন্য ৮ ও ৯ ই অক্টোবর ২০১১ মনুগাঙের মাধব মাস্টর আদামে সারা ত্রিপুরা থেকে কার্বারীগণ আবার মিলিত হন এবং বর্তমান সংকলন প্রস্তুতির জন্য ঐক্যমতে পোঁছান। আগের সংকলনটিকে ভিত্তি করে নবতর সংকলন প্রস্তুতির জন্য নিরঞ্জন চাকমা, কুসুম কান্ড়িচাকমা, অনির"দ্ধ চাকমা ও সুজয় চাকমাকে নিয়ে খসরা কমিটি এবং অনিল চাকমা, ফণী ভূষণ চাকমা, শোভা রঞ্জন চাকমা, ফুলেশ্বর চাকমা, বিমান দেওয়ান, বিরলা কার্বারী, পদ্ম রঞ্জন চাকমা, মতিলাল চাকমা, রাঙাবি চাকমা, চাকমা অসীম রায় ও চিত্রা মলিণ্চকা চাকমাকে নিয়ে পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হয়। খসরা শেষে ১৩ই ও ২০ মে, ২০১২ তারিখে নবীনছড়ায় পর্যালোচনা কমিটির বৈঠক শেষে বর্তমান সংকলনটিকে চূরান্ড়করা হয়। বর্তমান সংকলনে মূলতঃ ঐতিহ্যবাহী বিচার ব্যাবস্থার বিভিন্ন ধাপের সংস্থাগুলির গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণের চেষ্ঠা করা হয়েছে এবং সাধারণ কয়েকটি সামাজিক বিশ্বাস ও গুর"তর অপরাধ অধ্যায়গুলি সংযোজিত হয়েছে। সঙ্গে সম্ভবস্থলে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ গুলির গুত্থিভেদে উচ্ছারণ ও তঞ্চঙ্গ্যা উচ্ছারণও দেওয়ার চেষ্ঠা করা হয়েছে।

একটা কথা এখানে অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, গতিশীল সমাজে কোন আইনই চূরান্ড় হতে পারে না। ঐতিহ্যবাহী আইনতো নয়ই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার পরিমার্জন, পরিবর্ধন অনিবার্য। এবং ঐতিহ্যবাহী আইনের ক্ষেত্রে সে আইনের সংশোধনের ক্ষমতা সংশিণ্চষ্ঠ জনগোষ্ঠীর থাকা একান্ড়ই কাম্য। তাই এই সব সংকলনগুলি দিক নির্দেশক নীতি হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়, আইনসভায় পাশকৃত সরকারী আইন হিসেবে নয়। তবে ঐতিহ্যবাহী আইনগুলিকে সরকারী স্বীকৃতিতে বলীয়ান করার লক্ষ্যে 'চাকমা জনগোষ্ঠীর বিচার ব্যাবস্থা ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ অনুমোদিত আইন মোতাবেক পরিচালিত হবে' বলে আইন পাশ করলে দুটো উদ্দেশ্যই সফল হবে বলে আশা করা যায়। না হলে এই সব নমনীয় প্রাকৃতিক আইনগুলি একবার যদি আধুনিক আইনের জটিল নাগপাশে আবদ্ধ হয় তাহলে বর্তমানে এইসব আইনগুলি যতটুকুবা সামাজিক সুস্থিতি রক্ষায় সাহায্য করছে তাও ব্যাহত হতে পারে।

সূচীপত্র

১. সংজ্ঞা	১
২. সামজিক সংগঠনের কাঠামো	৯
৩. সামাজিক পঞ্চায়েত সমূহে বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিধি	১৪
৪. জনম সুদোম	১৭
৫. জদন সুধোম/সাঙা সুদাম	১৮
৬. সিনেলি	২৫
৭. ছারাছারি	২৬
৮. উত্তরাধিকার প্রথা	২৮
৯. মরণ সুধোম	২৯
১০. ধর্মীয় বিধি	৩১
১১. সাধারণ কয়েকটি সামাজিক বিশ্বাস	৩২
১২. পালক পুজোনা/পাল্যে/পালক্যে	৩৩
১৩. সম্পত্তি কবলা	৩৩
১৪. গুর ্তর অপরাধ	৩৪
১৫. নানাবিধ	৩৫
১৬. পরিশিষ্ট-১ (শাস্ড্রির পরিমাণ)	৩৭
১৭. পরিশিষ্ঠ-২ (বিচারের নথি)	৪৪
১৮. পরিশিষ্ঠ-৩ (চাগালা কর্তৃক ষুলআনিতে প্রেরিত মামলার মাসিক খতিয়ান)	৪৬
১৯. পরিশিষ্ঠ-৪ (ষুলআনি কর্তৃক রেজ্য পরিষদে প্রেরিত মামলার মাসিক খতিয়ান)	৪৬
২০. পরিশিষ্ঠ-৫ (জদন নামা)	৪৭

The Law is the Public Conscience.

THOMAS HOBBES

চাকমা সামাজিক আইন-১৯৯৮

(Chakma Customary Law-1998)
(সংশোধনী-২০১১ সহ)

১. সংজ্ঞা

'চাকমা সামাজিক আইন-১৯৯৮' সংকলনে ব্যবহৃত ও বিচার কার্যে সাধারণতঃ ব্যবহার্য শব্দের সংজ্ঞাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ-

১.১। **'চাকমা'** অর্থাৎ চাকমা সম্প্রদায়ের 'আনক্যা চাকমা' এবং 'তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা', যারা চাকমা সম্প্রদায়ের অংশ বলে স্বীকৃত।

১.২। **'সংবিধান'** অর্থাৎ ভারতের সংবিধান।

১.৩। **'উপজাতি জেলা পরিষদ'** অর্থাৎ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ।

১.৪। **'রেজ্য পরিষদ'** অর্থাৎ ত্রিপুরার গ্রামীণ ও আঞ্চলিক স্ড়রের বিচার সংস্থা সমূহেরদ্বারা গঠিত 'ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক বিচার পরিষদ'। এটি ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমাদের সর্বোচ্চ বিচার পরিষদ।

১.৫। **'পঞ্চায়েত'** অর্থাৎ সামাজিক বিচার সভা।

১.৬। **'ষুলআনি পঞ্চায়েত'** অর্থাৎ নদীকেন্দ্রীক চাকমা বসতিপূর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত বিভাগীয় সামাজিক বিচার সভা।

১.৭। **'চাগালা পঞ্চায়েত'** অর্থাৎ অঞ্চল পঞ্চায়েত।

১.৮। **'আদাম পঞ্চায়েত'** অর্থাৎ গ্রামীণ পঞ্চায়েত।

১.৯। **'কারবারী'** অর্থাৎ গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান।

১.১০। **'মুরুব্বী'** অর্থাৎ মোড়ল বিশেষ অথবা নেতাগোছের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ।

১.১১। **'সমাজ'** অর্থাৎ চাকমা সমাজ।

১.১২। **'সুদোম/সুদাম'** অর্থাৎ ঐতিহ্যবাহী রীতি ও প্রথা।

১.১৩। **'সিনেলি'** অর্থাৎ ব্যভিচার সংক্রান্ড় ঘটনা বা অপকর্ম।

১.১৪। **'সিনেলি-মগদ্দমা'** অর্থাৎ ব্যভিচার সংক্রান্ড় ঘটনা বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যার মীমাংসা সভা।

১.১৫। **'জরিমানা'** অর্থাৎ অপরাধী সাব্যস্ড়ক্রমে প্রদত্ত অর্থদন্ড়।

১.১৬। **'বরাবত'** অর্থাৎ অভিযোগ দায়ের করা।

১.১৭। **'এত্তেলা'** অর্থাৎ অপরাধীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শমন বা নোটিশ।

১.১৮। **'পলণ্ডান'** অর্থাৎ বিচারসভা কর্তৃক দোষী ব্যক্তিকে সভাস্থলে নোটিশের দ্বারা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আনার জন্য মনোনীত এক বা একাধিক ব্যক্তি।

১.১৯। **'দুচ'** অর্থাৎ অপরাধ (offence or crime)।

১.২০। **'দুচ্যে-দুজুনী'** অর্থাৎ অপরাধী-অপরাধিনী।

১.২১। **'রায়'** অর্থাৎ অপরাধ সংক্রান্ড়বিচারের নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ড়, দন্ড়াদেশ বা অভিমত (judgement)।

১.২২। **'তঅ'** অর্থাৎ বিচারসভা আপাততঃ মুলতুবী ঘোষণা।

১.২৩। **'বয়ান'** অর্থাৎ জবানবন্ধী (Statement)।

১.২৪। **'মুচলিকা'** অর্থাৎ অপরাধীর শর্তমূলক স্বীকারোক্তির লিখিতরূপ।

১.২৫। **'সুয়োল'** অর্থাৎ বিতর্ক (argument)।

১.২৬। **'সাচ্চা'** অর্থাৎ নির্দোষ প্রমাণিত।

১.২৭। **'মুকপাত্তি'** অর্থাৎ সামাজিক বিচার সভায় বাদী বা বিবাদী দ্বারা মনোনীত ও বিচারপতিদের দ্বারা অনুমোদিত বিতর্কে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি।

১.২৮। **'উগিল'** অর্থাৎ সিনেলি অপরাধে সাহায্যকারী ব্যক্তি।

১.২৯। **'কবুল'** অর্থাৎ স্বীকারোক্তি।

১.৩০। **'ঝেন্দেরা-ফিরানা'** অর্থাৎ চুল নেড়া করে ঢোল পিটিয়ে গ্রামে ঘোরানো।

১.৩১। **'নজর-তলব'** অর্থাৎ সামাজিক পঞ্চায়েতের নিকট বিচার প্রার্থী হয়ে দাখিলকৃত ফিস।

১.৩২। **'হিয়োঙ'** অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির।

১.৩৩। **'চামিনি/মোনজেঙ'** অর্থাৎশ্রমণ।যিনি গেরুয়া রঙের কাষার বস্ত্র পরিধান করে মুন্ড়িত মস্ড়ক হয়ে বুদ্ধের নির্দেশিত শীল বা নীতিমালা পালন করে বুদ্ধমন্দিরে স্থায়ীভাবে বা কিছু (৭, ৯, ১১, ২১ ইত্যাদি বেজোড় সংখ্যক) দিনের জন্য অবস্থান করেন।

১.৩৪। **'ভান্ড়ে'** অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু।

১.৩৫। **'জনম সুদোম'** অর্থাৎ জন্মের নিয়ম-নীতি।

১.৩৬। **'ভাতমজা'** অর্থাৎ সদ্যপ্রসূতা মহিলাকে তার নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দ্বারা উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য দান, যাতে সদ্যপ্রসূতা দুর্বল মহিলা ও সদ্যপ্রসূত শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এটি প্রসূতি মা শিশুর প্রতি আত্মীয় পরিজনদের এক প্রকার শুভেচ্ছার প্রতীকও বটে।

১.৩৭। **'কজইপানি/কসইপানি'** অর্থাৎ সদ্যপ্রসূতা অশোচ রমনীকে মাঙ্গলীক ও স্বস্ড়িমূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা পরিশুদ্ধ করা। এই অনুষ্ঠান নবজাতকের সামাজিক পরিচিতির প্রাথমিক ধাপও বটে।

১.৩৮। **'ঘিলে-কজইপানি/ঘিলা-কসইপানি'** অর্থাৎ স্বস্ড়িমূলক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহার্য্য পবিত্র জল। 'ঘিলা' নামক এক প্রকার বন্য ফলের বীজের শাঁস ও 'কজই' এক ধরণের বন্য লতা জলের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে সোনা এবং রূপা চোবানো হয়। অবশ্য সোনার পরিবর্তে কাঁচা হলুদও ব্যবহার করা যায়। এই ভাবে প্রস্তুত করা জল পূজো ও মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত হয়।

১.৩৯। **'পাদুঅঝা/অসামেলা'** অর্থাৎ ধাত্রী। এই মহিলা গর্ভবতীর সন্ড়ান প্রসবের কাজ সম্পন্ন করানো ছাড়াও স্ত্রী রোগের চিকিৎসা করে থাকেন।

১.৪০। **'খাদি'** অর্থাৎ বক্ষবন্ধনী।

১.৪১। **'ধুপকানি'** অর্থাৎ সাদা কাপড়। বৃদ্ধা মহিলাদের পরিধানের উপযোগী এক খন্ড় সাদা কাপড়।

১.৪২। **'রাদাকুরো'** অর্থাৎ মোরগ।

১.৪৩। **'বুর-পারা'** অর্থাৎ পরিশুদ্ধি। পরিবারের সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন বিশেষ পরিশুদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান।

১.৪৪। **'মেচবান'** অর্থাৎ সামাজিক ভোজ।

১.৪৫। **'চুমুলোঙ'** অর্থাৎ বিবাহ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত পূজো।

১.৪৬। **'চুমুলোঙ পানি'** অর্থাৎ চুমুলোঙ পূজোর জন্য আনীত জল। এই জল স্বয়ং পাত্রীকে সখী পরিবেষ্টিত হয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্শ্ববর্তী নদী বা জলাধার থেকে আনতে হয়।
১.৪৭। **'গর্‌বা'** অর্থাৎ অতিথি (সাধারণ অর্থে)।
১.৪৮। **'গর্‌বা-কুদুম/অসাঙ্গে কুদুম'** অর্থাৎ সম্মানজনক সম্পর্ক। কাকা, মামা, জেঠা, পিসা, বাবা, মা, মাসীমা, কাকীমা, পিসিমা, পুত্রবধূ, ভাগিনা, ভাইঝি, ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়গণ। গরবা কুদুমের দ্বারা সম্পর্কিত নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এদের পারস্পরিক সম্বোধনের ক্ষেত্রে সম্মানার্থে বহুবচনাত্মক শব্দ ব্যবহার করতে হয়।
১.৪৯। **'মু-বলা-কুদুম'** অর্থাৎ পাতানো সম্পর্ক।
১.৫০। **'হেল্যা কুদুম/সাঙ্গে কুদুম'** অর্থাৎ সম-প্রজন্মের (equal generation) ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভাই, বোন কিংবা বন্ধু সম্পর্ক।
১.৫১। **'গুত্থি'** অর্থাৎ একই বংশধারার লোক।
১.৫২। **'ফিরি/তম্বা/পলণ্ঢা/পুরুচ'** অর্থাৎ প্রজন্ম (Generatipon)।
১.৫৩। **'সাদাঙা'** অর্থাৎ বৈমাত্রেয়।
১.৫৪। **'সদর'** অর্থাৎ আপন বা ঘনিষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কিত।
১.৫৫। **'বিয়েই-বেনী'** অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত নারী ও পুরুষ। পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর বা শ্বাশুরী।
১.৫৬। **'ভোজ'** অর্থাৎ বড় ভাই-এর স্ত্রী। সম্বোধনে ভুজি।
১.৫৭। **'মুহ্‌ত'** অর্থাৎ এক মুষ্টির দৈর্ঘ্যর পরিমাপ। এই পদ্ধতিতে শূকর মাপা হয়।
১.৫৮। **'জরা-আন্ধিক'** অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রী দ্বারা ব্যবহৃত এক জোড়া আংটি।
১.৫৯। **'মত'** অর্থাৎ ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে তৈরি মদ।
১.৬০। **'মদ-পিলণ্ঢাং'** অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্রপক্ষ কর্তৃক পাত্রী পক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদেয় একজোড়া মদের বোতল।
১.৬১। **'দাভা'** অর্থাৎ চাকমাদের সামাজিক বিবাহের রীতি অনুযায়ী পাত্রপক্ষের দ্বারা পাত্রীপক্ষের নিকট প্রদেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ও অলংকারাদি বিশেষ।
১.৬২। **'অঝা/অসা'** অর্থাৎ বিবাহকার্য সহ আন্যান্য পূজো সম্পাদনকারী পুরোহিত।
১.৬৩। **'জদন/সাঙা'** অর্থাৎ বিবাহ।
১.৬৪। **'জদন বানি দেনা/ফঙ গরানা/লাত্তঙ বানানা'** অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর জোড়া-বন্ধন। এটি বিবাহ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এবং এর মাধ্যমে বিবাহটি সামাজিক অনুমোদন লাভ করে।
১.৬৫। **'মেলা-জামেয়ে/সাঙা'** অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠান।
১.৬৬। **'বৌলি/সাজনি'** অর্থাৎ পাত্রপক্ষের দ্বারা পাত্রীপক্ষের নিকট পাত্রীকে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে অলংকারাদি প্রদান। এরপর এই অলংকারাদি দিয়ে পাত্রীকে নব বধুর সাজে সজ্জিত করা হয়।
১.৬৭। **'বরকণ'** অর্থাৎ তৎক্ষণিক বিবাহকার্য সম্পাদনের জন্য নগদমূল্যে ক্রয় না করে ঘনিষ্ট আত্মীয়ের নিকট থেকে নিয়ে যাওয়া সাজনি। এই তথ্য প্রমাণিত হলে বিবাহের পূর্বে পাত্রের পিতার দ্বারা সম্পাদিত শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

১.৬৮। **'তিন পুর'** অর্থাৎ পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রের পিতা ও অন্যান্য অভিভাবক শ্রেণীর ব্যক্তিসহ তৃতীয়বারের মতো তথা চূড়ান্ড় পর্যায়ে বিবাহ আলাপের জন্য পাত্রীর পিতার গৃহে যাওয়া হয়।
১.৬৯। **'ধরাবান্ধা'** অর্থাৎ উলেণ্ঢখিত তিনপুর অনুষ্ঠানে পাত্রীপক্ষের দিক থেকে পাত্রপক্ষের নিকট 'দাভা' স্বরূপ নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ, পাত্রীর জন্য সাজনি অর্থাৎ কাপড়-চোপর, অলংকার ও প্রসাধন সামগ্রী প্রদানের দাবী এবং পাত্রপক্ষ কর্তৃক সেই দাবী আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ড়ভাবে স্বীকার করা।
১.৭০। **'ব্যাসুদভাঙা/সেপ মাগা যানা'** অর্থাৎ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর নবদম্পতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে কন্যার পিতৃগৃহে প্রথম গমন। এটি একটি আবশ্যিক আচার বিশেষ।
১.৭১। **'সাবালা/সামালা'** অর্থাৎ পাত্রপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহ আচার সম্পাদনে সাহায্যকারী ব্যক্তি। সাধারণতঃ বন্ধু অথবা ভগ্নিপতিকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
১.৭২। **'সেপবত্তা'** অর্থাৎ আশীর্বাদ ।
১.৭৩। **'দুদোলী'** অর্থাৎ কন্যা সম্প্রদানের প্রাক্কালে পাত্র কর্তৃক পাত্রীর মাতাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ প্রদান।
১.৭৪। **'ব্যা-বুর'** অর্থাৎ পাত্রের গৃহে বিবাহকার্য সম্পন্নের পরের দিন অঝা কর্তৃক পাত্র ও পাত্রীকে নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দ্বারা পরিশুদ্ধি করানো।
১.৭৫। **'খানা-সিরেনী'** অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানের দিনে মূল ভোজের অতিরিক্ত পাত্র ও পাত্রী পক্ষের ঘনিষ্ট আত্মীয়বর্গ ও সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে সম্পাদিত প্রীতিভোজ।
১.৭৬। **'খানা-পৈ'** অর্থাৎ খানা-সিরেনী অনুষ্ঠানে প্রীতি ভোজের জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্যের থালা বিশেষ, যা পাত্র কর্তৃক বিশেষ ভক্তি সহকারে উপস্থিত সকল সদস্যদের নিকট নিবেদন করার বিধি প্রচলিত।
১.৭৭। **'বিঝু-বেড়ান'** অর্থাৎ বিঝু বা তার প্রাক্ মুহূর্তে নব-দম্পতি কর্তৃক কন্যার পির্তৃগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে বেড়াতে যাওয়া।
১.৭৮। **'জুর-বঝর'** অর্থাৎ কন্যার বয়স যদি জোড় বৎসর (অর্থাৎ ১৬, ১৮,২০ বৎসর ইত্যাদি) হয়, তখন বিয়ের পরবর্তী বিঝুটি কন্যাকে পিতৃগৃহে পালন করতে হয়।
১.৭৯। **'বৌ-গজানি'** অর্থাৎ পাত্রীপক্ষের দ্বারা পাত্রীকে পাত্রপক্ষের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রদান।
১.৮০। **'পিধে-পুলেণ্ঢঙ/ফো কালেণ্ঢাঙ'** অর্থাৎ সুন্দর নক্সাযুক্ত বেতের ঝুড়ি বিশেষ। এটির দ্বারা বরযাত্রীর দল পিঠা, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ও পাত্রীর জন্য সাজানি নিয়ে যায়। এটি সাধারনতঃ পাত্রের কনিষ্ঠ ভগ্নী সম্পর্কিত কেও বহন করে থাকে।
১.৮১। **'রূবো-রাদি'** অর্থাৎ রৌপ্য ও স্বর্ণালংকার। একজন নববধূর পরিপূর্ণ সাজ-সজ্জার জন্য আট প্রকার রৌপ্য ও স্বর্ণের অলংকার ব্যবহারের বিধি রয়েছে। যেমন, আন্ধিক, খারু, নচ, ঝোম্‌বোলী, রাচজুর, ঠেঙৎখারু, আহ্‌জুলি ও আহ্‌লসরা।
১.৮২। **'বৌ'** অর্থাৎ বধু।
১.৮৩। **'জামেই'** অর্থাৎ জামাতা বা বর।
১.৮৪। **'হুমো'** অর্থাৎ নিষিদ্ধ (Taboo)। কোন কোন গুত্থিতে নির্দিষ্ট কিছু কিছু কাজ করা নিষিদ্ধ বা ক্ষতিকর বলে গণ্য। যেমন বরবুঅ গঝার কাংছুরি গুত্থির লোকেরা মিষ্টি কুমরার চাষ করতে পারে না। তভা ও ভিদুলি গুত্থির লোকেরা দক্ষিণ দোয়ারী ঘর নির্মাণ করতে পারে না ইত্যাদি। এই সব অন্ড়

রায়কারী প্রথাকে ঐ গুখির খুমো বলে।

১.৮৫। **‘শালিক্যে’** অর্থাৎ তিনপুরের দিন থেকে বিবাহের দিন পর্যন্ড় পাত্র ও পাত্রী উভয় পরিবারের মধ্যে তাৎক্ষণিক খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য নিযুক্ত বার্তাবাহক।

১.৮৬। **‘বৌ গুধি’** অর্থাৎ বধূ বরণের জন্য সজ্জিত বিশেষ প্রকোষ্ঠ। এক্ষেত্রে **‘ফুলঘর’** শব্দটিও প্রচলিত।

১.৮৭। **‘বৌ-হ্যাধনী’** অর্থাৎ পাত্রী গৃহ থেকে বরযাত্রীর দল পাত্রের গৃহে ফিরে আসার সময় যে বৃদ্ধা মহিলা নববধূর সঙ্গে থাকে।

১.৮৮। **‘ঘরত বৌতুলোনী’** অর্থাৎ নববধূকে গৃহের মূল দরজা থেকে শ্বাশুরী অর্থাৎ পাত্রের মাতা কর্তৃক সাদরে বরণ করে গৃহে প্রবেশ করানো। এক্ষেত্রে কোন কোন গঝা বা গুখির মধ্যে একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে - সাত নালের এক গুচ্ছ সূতার এক প্রান্ড় শ্বাশুরীর ডান হাতে, অপর প্রান্ড় নববধূর ডান হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। তখন শ্বাশুরী সূতোর গুচ্ছটি টেনে নিয়ে নববধূকে গৃহে প্রবেশ করান।

১.৮৯। **‘রানা মরদ’** অর্থাৎ বিপত্নীক।

১.৯০। **‘রানি মিলে’** অর্থাৎ বিধবা।

১.৯১। **‘গেঙখুলি’** অর্থাৎ পালা গীতির গায়ক।

১.৯২। **‘ধেইজানা’** অর্থাৎ যুবক-যুবতীর বিবাহের লক্ষ্যে পালিয়ে যাওয়া (elopement)।

১.৯৩। **‘বলাজুর’** অর্থাৎ কোন মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের মাধ্যমে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া বা ধর্ষণ করা।

১.৯৪। **‘ভেইজুর’** অর্থাৎ কোন মহিলার নিজ স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ভেইজুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর সম্পর্কটি বিশেষ সম্মানজনক সম্পর্ক। এদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বাক্যালাপের সময় সম্মানসূচক অর্থাৎ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

১.৯৫। **‘ভেইবৌ’** অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী বা ভ্রাতৃবধূ। এদেরও পরস্পরিক গরবা-কুদুম সম্পর্ক।

১.৯৬। **‘জেঘৎ’** অর্থাৎ আপন স্ত্রীর জ্যোষ্ঠ ভগিনী। গরবা-কুদুম সম্পর্ক।

১.৯৭। **‘শুগোর’** অর্থাৎ শূকর। অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রমাণিত হলে অপরাধী ব্যক্তিকে সমাজের নিকট নির্দিষ্ট মাপের শূকর জরিমানা স্বরূপ দিতে হয়।

১.৯৮। **‘রাদাকুরো’** অর্থাৎ মোরগ। অবৈধ যৌন সম্পর্কে অভিযুক্ত মহিলাকে একটি পূর্ণ বয়সের মোরগ জরিমানা স্বরূপ দিতে হয়।

১.৯৯। **‘সিনেলি’** অর্থাৎ অবৈধ যৌন সম্পর্ক। যে কোন প্রকার অবৈধ যৌন সম্পর্কিত অপরাধ ‘সিনেলি’ হিসেবে ধরা হয়।

১.১০০। **‘শবথ’** অর্থাৎ শপথ। যে কোন সামাজিক বিচারে যখন প্রমাণের অভাব দেখা দেয়, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সামাজিক বিচার সভায় প্রচলিত বিধিমতে নির্দিষ্ট শপথ বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয়।

১.১০১। **‘মুচলিগা’** অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি পুনরায় অনুরূপ অপরাধ কর্ম সংঘটিত করবে না বলে স্বীকারোক্তি দিয়ে সামাজিক বিচার সভায় একরারনামা বা দলিল সম্পাদন করা।

১.১০২। **‘ধরি নেযানা’** অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন মহিলাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধরে নিয়ে যাওয়া বা ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া।

১.১০৩। **‘নেক্যে’** অর্থাৎ যে নারীর স্বামী বর্তমান।

১.১০৪। **‘মোক্যে’** অর্থাৎ যে পুরুষের স্ত্রী বর্তমান।

১.১০৫। **‘সুরহাগোচ’** অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের দলিল।

১.১০৬। **‘মরাজেদা ফারক গারানা’** অর্থাৎ মৃতদেহ আলঙে সংস্থাপিত করার পর ঘর সালামী দিয়ে মৃত ব্যক্তির কনিষ্ঠা আঙুলে সাত নাল সূতা বেঁধে সূতার অপর প্রান্ড়েএকটি মুরগের পায়ে বেঁধে মোরগ বাঁধা পার্শ্বে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যগণ সূতায় ধরে। এই অবস্থায় উপস্থিতগণের মধ্যে মরাজেদা ফারক গরানার অনুমতি নিয়ে একটি বাঁশের উপর এক চাক মাটি রেখে তার উপর ঐ সূতা রেখে দা দিয়ে এক কোপে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

১.১০৭। **‘রূবোকুর’** অর্থাৎ চবাশালে নির্মিত চিতা। ছয়টি কুঙ গাছকে তিনটি করে দুই সারিতে পুঁতে এর মধ্যে পুরুষ হলে পাঁচ পলণ্ঢা ও নারী হলে সাত পলণ্ঢা করে লাকড়ী সাজিয়ে বেঁধে রূবোকুর নির্মাণ করা হয়। রূবোকুর বাঁধার সময় বেতের গিটি দেওয়া নিষিদ্ধ।

১.১০৮। **‘কানজাবা ভাত’** অর্থাৎ একটি নতুন মাটির পাতিলে দাহকর্মের দিন সন্ধ্যায় এক ধ’ চাউল রাঁধা হয়। এতে মাড় ফেলানো বা নাড়িয়ে দেওয়া নিষেধ। উলেণ্খ্য যে, মৃত ব্যক্তি ঐ রাত্রে এই ভাত আহার করতে আসে বলে বিশ্বাস।

১.১০৯। **‘আহ্রভাজা’** অর্থাৎ দাহক্রিয়ার পরদিন ভোরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় পরিজনেরা শ্মশান পরিষ্কার করে এর থেকে কিছু হাড়ের অংশ একটি মাটির পাতিলে রেখে সাদা কাপড়ে পাতিলের মুখ বেঁধে মৃত ব্যক্তির পুত্র নদীতে নেমে ডুব দিয়ে পাতিল সহ হাড় ভাসিয়ে দেয়। ডুবন্ড়অবস্থায় সে ‘ফারতদরি’অর্থাৎ কোমরের টাগা সহ দেহের সমস্ড়আবরণ ত্যাগ করে জলের উপর ডান হাত বাড়িয়ে দেয় তখন তার কনিষ্ঠা আঙুলে সূতা বেঁধে তার যে কোন গুরুজন টেনে তোলে। এরপর মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্ড়ানগণ মাথা মুড়িয়েন্নান করে গৃহে ফিরে আসেন।

১.১১০। **‘আকবারানা’** অর্থাৎ তেরদিনের মধ্যেও সাধ্বিণ্যে অনুষ্ঠান সম্পাদন করা সম্ভব না হলে আত্মীয় পরিজনেরা আকবারা পই তৈরী করে চবাশালে গিয়ে মৃত আত্মার প্রতি পিন্ড দিয়ে পরবর্তীতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার জন্য বলে আসেন।

১.১১১। **‘সাম্রেং/সামাইন’** অর্থাৎ মৃতব্যক্তি পুরুষ হলে পাঁচটি করে বাঁশের টুকরো একত্রে বেঁধে দৈর্ঘ্যে পাঁচ আঁটি (পাঁচ পাব) ও প্রস্থে পাঁচজোড়া বাঁশের দৈর্ঘে ও প্রস্থে সমান দূরত্বে বুনে নির্মিত মৃতশয্যা। মৃত ব্যক্তি স্ত্রী হলে পাঁচটির স্থানে সাতটি হবে।

১.১১২। **‘আল্স্যে/আইল্যে’** অর্থাৎ একটি পাত্রে তুষ ভর্তি করে তাতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে রাখা হয়।

১.১১৩। **‘চবাশাল’** অর্থাৎ শ্মশান।

১.১১৪। **‘ভাত নধচ্যে গুরো’** অর্থাৎ যে শিশু অন্ন ভোজনে সমর্থ হয় নি।

১.১১৫। **‘হবং’** অর্থাৎমস্ড়ক বন্ধনী।

১.১১৬। **‘আলঙ’** অর্থাৎ বাঁশ ও গাছ দ্বারা নির্মিত যে শয্যায় মরদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

১.১১৭। **‘চান্দো কাণি/চান্দাল কানি’** অর্থাৎ রূবোকুরের চার কোণায় চারটি বাঁশ পুঁতে একটি ২২x ২২ ইঞ্চি মাপের সাদা কাপড়ের টুকরো বেঁধে রূবোকুরে শায়িত মরদেহের বক্ষ বরাবর ১৫/১৬ হাত উপরে স্থাপন করা হয়। ঐ কাপড়ের মাঝখানে পুরুষ হলে পাঁচটি ও নারী হলে সাতটি ছিদ্র করে দেয়া হয়।

১.১১৮। **‘দাঁত ভিন্দেনী কাধি’** অর্থাৎ খাওয়ার পর দাঁতের ফাঁকে আটকানো শকরা বা ময়লা পরিষ্কার

জন্য ব্যবহৃত কাঠি।

১.১১৯। **'আদাম্যা পাড়াল্যা'** অর্থাৎ পাড়া প্রতিবেশী।

১.১২০। **'তিদে তোন'** অর্থাৎ তেতো তরকারী।

১.১২১। **'মাত্যে তবা'** অর্থাৎ মাটির পাতিল।

১.১২২। **'এক ধ'** অর্থাৎ আধ সের চাল পরিমাপের জন্য বাঁশের নির্মিত পাত্র।

১.১২৩। **'মাধা মুড়োনা'** অর্থাৎ মস্ড়ক মুন্ডন করা।

১.১২৪। **'আদারা পই/আক বারা পই'** অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়ে সাজানো মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা আহার।

১.১২৫। **'ফদনা'** অর্থাৎ রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরী বিরাট আকারের বেলুন যার নীচে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাত্রিবেলা আকাশে উড়ানো হয়।

১.১২৬। **'মাদি চেং'** অর্থাৎ মাটির চাক।

১.১২৭। **'ফুন্দুরী চুমো'** অর্থাৎ গাঁট বিহীন বাঁশের চুঙা।

১.১২৮। **'চিদে কেইম'** অর্থাৎ চিত করে পুঁতে দেওয়া বাঁশের কাঠি।

১.১২৯। **'কুঙ গাচ'** অর্থাৎ রূবোকুর নির্মাণার্থে প্রথমেই যে ছয়টি গাছের খুঁটি পোঁতা হয়।

১.১৩০। **'শীল'** অর্থাৎ বুদ্ধের দ্বারা নির্দেশিত ধর্মীয় আচরণ বিধি বা নীতিমালা।

১.১৩১। **'ভিক্ষু সংঘ'** অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংঘ।

১.১৩২। **'কিয়োং'** অর্থাৎ বুদ্ধমন্দির বা বুদ্ধবিহার।

১.১৩৩। **'দায়ক'** অর্থাৎ বুদ্ধের অনুগামী জনসাধারণ।

১.১৩৪। **'দায়ক সংঘ'** অর্থাৎ বুদ্ধের অনুগামীদের নিয়ে গঠিত সংঘ।

১.১৩৫। **'সিয়োং'** অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণদের উদ্দেশ্যে দায়কদের দ্বারা প্রদত্ত আহার।

১.১৩৬। **'পালা সিয়োং'** অর্থাৎ পালাক্রমে প্রত্যেক দায়ক পরিবার থেকে প্রদত্ত সিয়োং।

১.১৩৭। **'পালক পুজোনা/পাল্যে/পালক্যে'** অর্থাৎ দত্তকরূপে অপর কারও সন্ড়নকে পুত্র বা কন্যারূপে গ্রহণ করা।

১.১৩৮। **'এক-গরোণী'** অর্থাৎ নারী বা পুরুষকে বিবাহে সম্মত করানোর জন্য বশীকরণ করা।

১.১৩৯। **'ফারক-গরোণী'** অর্থাৎ নারী বা পুরুষকে তান্ত্রিক উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটানো।

১.১৪০। **'মালেয়্যে'** অর্থাৎ কোন গৃহস্থের জুম ও অন্যান্য কাজের চাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার আবশ্যকতা দেখা দিলে ঐ গৃহকর্তা মালেয়্যে অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং পাড়া প্রতিবেশীগণ তার আবেদনে সাড়া দিয়ে তার বকেয়া কাজ মহা সমারোহে সম্পন্ন করে দেন। উলেণ্ডখ্য গৃহকর্তা সকল সাহায্য দাতাদের জন্য যথাসাধ্য খাবার দাবারের ব্যাবস্থা করেন।

১.১৪১। **'বালা ধারানা'** ও **'বালা সুজোনা'** অর্থাৎ কোন গৃহস্থ কৃষি বা অন্য কাজে প্রতিবেশী অন্য কারো সাহায্য নিলে তাহলে ঐ প্রতিবেশীর বালা ধারানা এবং অন্য কোন একদিন ঐ প্রতিবেশীকে কাজে সাহায্য করে কাজ পরিশোধ করলে বালা সুজোনা বলে। এই পারস্পরিক কাজে সহায়তা দান প্রক্রিয়াকে বালা ধারাধারি বলে।

১.১৪২। **'পাচ কাবর'** অর্থাৎ তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা রমনীদের পরিধেয় বেশ-ভূসার পাঁচটি অংশ। এগুলি হল হবঙ, খাদি, ফাদুরি, ফালুঙ ও পিনুন।

১.১৪৩। **'কবলা'** অর্থাৎ কোন সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে দান, বিক্রয়, ইচ্ছাপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখিত একটি দলিল।

১.১৪৪। **'একঘচ্যে/পৈঅ বাত/জার' বাত'** অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে গুরুতর অপরাধের জন্য নির্দিষ্ঠ সময়ের জন্য সমাজচ্যুত করা। ঐ নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে একঘচ্যে করা ব্যক্তি কোন প্রকার সামাজিক সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতে পারে না।

১.১৪৫। **'জুয়াখেলা'** অর্থাৎ অর্থ বা সামগ্রী বাজি রেখে যেসব খেলা হয়।

১.১৪৬। **'হত্যা'** অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত প্রাণ নাশ।

১.১৪৭। **'আহত করা'** অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে শারিরীক আঘাত অথবা প্রচন্ড মানসিক আঘাত যার ফলে কোন ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে বা সামাজিক জীবন বিপন্ন হতে পারে।

১.১৪৮। **'নাবলিকা'** অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সের স্ত্রী লোক।

১.১৪৯। **'অপহরণ'** অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে কোথাও নিয়ে যাওয়া।

১.১৫০। **'ডাকাতি'** অর্থাৎ বল প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পত্তি হরণ।

১.১৫১। **'সম্পত্তি হানি'** অর্থাৎ কারোর কোন কার্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে যদি অন্য কারোর স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হয়।

১.১৫২। **'অস্ত্র'** অর্থাৎ যে সামগ্রী গৃহস্থালী কাজে সাধারনতঃ প্রয়োজন হয়না এবং যেগুলি দ্বারা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সহজে আহত বা হত্যা করা সম্ভব।

১.১৫৩। **'মানব ব্যাবসা'** অর্থাৎ জীবিত বা মৃত অবস্থায় মানব বা মানব শরীরের কোন অংশ বিক্রয় করা বা কোন সুবিধা বা সম্পত্তির বিনিময়ে দিয়ে দেওয়া।

১.১৫৪। **'শণ্ডীলতাহানি'** অর্থাৎ যৌন লিপ্সার দ্বারা চালিত হয়ে কায়িক বা বাচনিক কর্মের দ্বারা কোন মহিলার আপত্তিকর কার্য করা।

১.১৫৫। **'গাবুচ্যে দেবান'** অর্থাৎ তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে যুব নেতা।

১.১৫৬। এই আইনের কোথাও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি অথচ তা এই আইনে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে তা ভারতের সংবিধান বা দেওয়ানী আইনের (সিভিল কোড) বা ফৌজদারী আইনের (ক্রিমিনাল কোড) বিধানমতে যেভাবে অর্থ করা হয় বা চাকমা ভায়ায় বা ব্যাবহারিক দিক দিয়ে বা সামাজিক দিক দিয়ে যেভাবে ব্যবহার করা হয় সেভাবে অর্থ করা হবে।

২. সামাজিক সংগঠনের কাঠামো

২.১। সামাজিক বিচার পরিচালন পদ্ধতি ঃ

২.১.১। চাকমাদের সামাজিক বিচার পরিচালনার প্রণালীটি নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মোট ৪টি ভাগে বিভক্ত। যেমন -আদাম পঞ্চায়েত, চাগালা পঞ্চায়েত, ষুলআনী পঞ্চায়েত ও রেজ্য পঞ্চায়েত পরিষদ। গ্রামীণ স্তরের নিম্নতম পঞ্চায়েত হচ্ছে আদাম পঞ্চায়েত এবং উচ্চতম পঞ্চায়েত হচ্ছে রাজ্য স্তরের রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ।

২.১.২। প্রতিটি স্তর দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ একটি বিচার সভা যেটি বিচারের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে ও কার্যকরী কমিটি রূপে কাজ করে এবং অপরটি সাধারণ সভা যেটি বিচার সভাকে নির্দিষ্ঠ সময়ের জন্য নির্বাচিত করে ও বিশেষ প্রয়োজনে মিলিত হয়। সাধারণ সভার ইচ্ছা অনুযায়ীই বিচার সভা তার কাজ পরিচালনা করে। আদাম, চাগালা, ষুলআনি বা রেজ্য পরিষদ বলতে আদাম, চাগালা, ষুলআনি বা তিবুরা রেজ্য পঞ্চায়েত পরিষদের বিচারসভা বা কার্য্যকরী কমিটিকে বোঝায়।

২.১.৩। আদাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে গ্রামের সকল অধিবাসীরাই আদাম পঞ্চায়েত সাধারণ সভার সদস্য। চাগালা পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে চাগালার অন্তর্ভূত সকল আদাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ, চাগালায় বসবাসরত ষুলআনি ও রেজ্য পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও চাগালা পঞ্চায়েত কতৃক বাছাইকৃত বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ চাগালা পঞ্চায়েত সাধারণ সভার সদস্য বিবেচিত হবেন। ষুলআনি পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ষুলআনিতে অন্তর্ভূত সকল চাগালা পঞ্চায়েতের সদস্যগণ, ষুলআনি বিভাগে বসবাসরত রেজ্য পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও ষুলআনি পঞ্চায়েত কর্তৃক বাছাইকৃত বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ষুলআনি পঞ্চায়েত সাধারণ সভার সদস্য হবেন। রেজ্য পরিষদের ক্ষেত্রে সকল ষুলআনি ও চাগালা পঞ্চায়েতের সদস্যগণ ও রেজ্য পরিষদ কর্তৃক বাছাইকৃত বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সাধারণ সভার সদস্য বিবেচিত হবেন।

২.২। আদাম পঞ্চায়েত ঃ

২.২.১। প্রতিটি 'আদাম অর্থাৎ গ্রামকে নিয়ে গড়ে উঠে আদাম পঞ্চায়েত। এই আদাম পঞ্চায়েতের প্রধান হচ্ছেন 'কারবারী'। প্রতিটি পরিবার এর সদস্য। প্রশাসনিক গ্রাম পঞ্চায়েতে এক বা ততোধিক আদাম পঞ্চায়েত থাকতে পারে।

২.২.২। সদস্যদের কমপক্ষে ২/৩ অংশের উপস্থিতিতে সাধারণ সম্মেলনের মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য আদাম পঞ্চায়েত বিচার সভা গঠিত হবে। প্রয়োজনে গোপন ভোটও করা যায়।

২.২.৩। আদাম পঞ্চায়েত একজন হার্বারি, একজন এজাল (সহকারী) হার্বারি, দুইজন লেগিয়ে (Record Keeper), এক জন কোষাধ্যক্ষ, অন্যুন ৫ জন মহিলা সহ কম পক্ষে ১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। আদামে বসবাসরত চাগালা বা তদুর্দ্ধ পঞ্চায়েতের সদস্যরা পদাধিকার বলে আদাম পঞ্চায়েতের আমন্ত্রিত সদস্য বিবেচিত হবেন। যে কোন নালিশের বিচারের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যেদের ২ জন সহ ১৪ জন বিচার সভার সদস্য অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

২.২.৪। হার্বারি সহ আদাম পঞ্চায়েত বিচার সভার যে কোন সদস্য বা পুরো আদাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দূর্নীতি/পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে। হার্বারি, এজাল হার্বারি ও পুরো

পঞ্চায়েতটির বিরুদ্ধে এ জাতীয় নালিশ একমাত্র চাগালা পঞ্চায়েতেই করা যাবে। তবে সামাজিক অপরাধজনিত অভিযোগ সংশিণ্টষ্ঠ আদাম পঞ্চায়েতেই করতে হবে এবং নালিশ হওয়ার পর থেকে বিচারের রায় না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত পদাধিকারীকে সাময়িক বরখাস্ত করতে হবে।

২.২.৫। দোষী প্রমাণিত হলে আদাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারীগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন ও তাদের পরিবর্তে রায় দানের এক মাসের মধ্যে সাধারণ সভায় নতুন সদস্য নির্বাচিত করা হবে। পুরো আদাম পঞ্চায়েতটির বিরুদ্ধে নালিশ হলে তার বিচার ষুলআনি পঞ্চায়েত করবে। এক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় করা হবে ও সঙ্গে সঙ্গে রেজ্য পরিষদকে অবহিত করে উক্ত আদাম পঞ্চায়েতটি ভেঙে দিতে হবে এবং সংশিণ্টষ্ঠ চাগালা পঞ্চায়েতকে তিন মাসের ভিতরে নতুনভাবে আদাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ও অন্তর্ভূবর্তীকালীন বিচার ব্যাবস্থা দেখাশোনা করার জন্য আদেশ দিতে হবে।

২.২.৬। আদাম পঞ্চায়েতের লেগিয়্যেরা প্রতিটি বিচারের বিবরণ, বিতর্ক, সুওল-জবাব ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে লিখে রাখবে ও চাকমা কাস্টমারী ল এর কোন ধারা মোতাবেক কত জরিমানা ও কি শাস্তি হল তারও বিবরণ লিপিবদ্ধ করবে ও চাগালা পঞ্চায়েতকে একটি কপি প্রেরণ করবে।

২.২.৭। সকল প্রকার নালিশ আদাম পঞ্চায়েতে করতে হবে, কেও আদাম পঞ্চায়েতকে পাশকাটিয়ে সরাসরি চাগালা বা তদুর্দ্ধ আদালতে নালিশ করতে পারবেনা। আদাম পঞ্চায়েত সমস্যার গুরুত্ব বুঝে ইচ্ছে করলে চাগালাকে মামলা হস্তান্তর করতে পারবে। অনুরূপভাবে চাগালা বা ষুলআনি পঞ্চায়েতও আপীলসূত্রে তাদের হাতে আগত মামলাকে উচ্ছ আদালতকে হস্তান্তর করতে পারবে কিন্তু কোনও অবস্থাতেই মামলা নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো যাবে না বা অন্য কোন সম বা নিম্ন আদালতে হস্তান্তর করা যাবে না।

২.২.৮। নতুন আদাম পঞ্চায়েত গঠন বা কোন আদাম পঞ্চায়েতকে বিভক্ত করে দুটি আদাম পঞ্চায়েত গঠনের জন্য সংশিণ্টষ্ঠ চাগালা পঞ্চয়েতের মাধ্যমে ষুলআনি পঞ্চায়েতে আবেদন করতে হবে। তবে নতুন আদাম পঞ্চায়েতে ন্যুনতম ২৫ পরিবার থাকতে হবে। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনপদগুলিতে এ নিয়ম শিথিল যোগ্য।

২.৩। চাগালা পঞ্চায়েত ঃ

২.৩.১। যোগাযোগ ও ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা করে ৫ থেকে ১০টি আদাম পঞ্চায়েত নিয়ে গড়ে উঠে 'চাগালা' বা অঞ্চল পঞ্চায়েত। আদাম পঞ্চায়েতের বিচার সভায় কোন বিরোধ বা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হলে তা চাগালা পঞ্চায়েতে নিয়ে যাওয়া হয়। অথবা আদাম পঞ্চায়েতের দ্বারা প্রদত্ত রায়-এ বাদী-বিবাদী এই উভয়ের মধ্যে কেউ সন্তুষ্ট না হলে পরবর্তী ন্যায় বিচারের জন্য চাগালা পঞ্চায়েতে আপীল করতে পারে।

২.৩.২। চাগালা পঞ্চায়েত গঠিত হবে চাকমা সামজিক চাগালা সম্মেলনের মাধ্যমে। আদাম পঞ্চায়েতের সদস্যগন ছাড়াও সংশিণ্টষ্ট চাগালার ইচ্ছুক নাগরিকগণ চাগালা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতি আদাম পঞ্চায়েতের হার্বারিগণ, এজাল হার্বারিগণ ও উক্ত চাগালার ষুলআনি ও রেজ্য পরিষদের সদস্যগণ পদাধিকারবলে চাগালা পঞ্চায়েতের বিচার সভার আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২.৩.৩। চাগালা পঞ্চায়েতের মেয়াদ ৩ বৎসর হবে।
২.৩.৪। চাগালা সভাপতিকে 'হিঝে' বলে অভিহিত করা হবে। দুইজন এজাল হিঝে, দুইজন লেগিয়্যে, এক জন কোষাধ্যক্ষ ও ৭ জন মহিলা সহ চাগালা পঞ্চায়েতের বিচার সভার মোট সদস্য সংখ্যা হবে ২১ এবং চাগালা পঞ্চায়েতে কোন নালিশের বিচারের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের ৩ জন সহ ১৪ জন সদস্য অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
২.৩.৫। চাগালা পঞ্চায়েত প্রতিটি বিচারের নথির কপি এবং চাগালার অন্তর্ভূক্ত আদামগুলিতে অনুষ্ঠিত বিচারগুলির সারাংশ সহ মাসিক খতিয়ান ষুলআনিতে পাঠাতে বাধ্য থাকবে।
২.৩.৬। চাগালা পঞ্চায়েতের হিঝে ও সহকারি হিঝেদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার বিচার ষুলআনি পঞ্চায়েত করবে। অন্যান্য সদস্যদের বিচার চাগালাতেই করা যাবে। তবে সামাজিক অপরাধজনিত অভিযোগ সবার ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ আদাম পঞ্চায়েতেই করতে হবে এবং নালিশ হওয়ার পর থেকে বিচারের রায় না হওয়া পর্য্যন্ড়উক্ত পদাধিকারীকে সাময়িক বরখাস্ড়করতে হবে।
২.৩.৭। দোষী প্রমাণিত হলে চাগালা পঞ্চায়েতের পদাধিকারীগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন ও তাদের পরিবর্তে রায় দানের এক মাসের মধ্যে সাধারণ সভায় নতুন সদস্য নির্বাচিত করা হবে। পুরো চাগালা পঞ্চায়েতটির বিরুদ্ধে নালিশ হলে তার বিচার রেজ্য পরিষদ করবে। এক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ড়হলে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় করা হবে ও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতটি ভেঙে দিতে হবে এবং সংশিণ্ঠষ্ঠ ষুলআনি পঞ্চায়েতকে তিন মাসের ভিতরে নতুনভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন ও অন্তর্ভূবর্তীকালীন বিচার ব্যাবস্থা দেখাশোনা করার জন্য আদেশ দিতে হবে।
২.৩.৮। নতুন চাগালা গঠন বা কোন চাগালা পঞ্চায়েতকে বিভক্ত করে দুটি চাগালা পঞ্চায়েত গঠনের জন্য সংশিণ্ঠষ্ঠ ষুলআনি পঞ্চয়েতের মাধ্যমে রেজ্য পরিষদে আবেদন করতে হবে।

২.৪। ষুলআনি পঞ্চায়েত ঃ

২.৪.১। কোন নদী কেন্দ্রীক সমগ্র উপত্যকা নিয়ে গড়ে উঠে ষুলআনি পঞ্চায়েত। যেমন, দেরগাঙ ষুলআনি পঞ্চায়েত, মনু গাঙ ষুলআনি পঞ্চায়েত, গুমেত গাঙ ষুলআনি পঞ্চায়েত, ফেনী গাঙ ষুলআনি পঞ্চায়েত, মুহুরি গাঙ ষুলআনি পঞ্চায়েত, লা গাঙ ষুলআনি পঞ্চায়েত ইত্যাদি। চাগালা পঞ্চায়েতে কোন বিরোধ মোকদ্দমার নিস্পত্তি না হলে তা বাদী-বিবাদী এই দু'পক্ষের এক পক্ষ ষুলআনী পঞ্চায়েতের বিচার সভায় মোকদ্দমা আপিল করতে পারে।
২.৪.২। ষুলআনি পঞ্চায়েত বিচার সভা গঠিত হবে চাকমা সামাজিক ষুলআনি সম্মেলনের মাধ্যমে। চাগালা পঞ্চায়েতের সদস্যগণ, আদাম পঞ্চায়েতের হার্বারি, এজাল হার্বারি ও লেগিয়্যেগণ ছাড়াও সংশিণ্ঠষ্ট এলাকার বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ষুলআনি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতি চাগালার হিঝে, এজাল হিঝেগণ ও রেজ্য পরিষদের সদস্যগণ পদাধিকারবলে ষুলআনি পঞ্চায়েতের আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।
২.৪.৩। ষুলআনি পঞ্চায়েতের মেয়াদ ৩ বৎসর হবে।
২.৪.৪। ষুলআনি পঞ্চায়েতের সভাপতিকে 'তালুকদার' বলে অভিহিত করা হবে। ষুলআনি পঞ্চায়েত বিচার সভার দুইজন এজাল তালুকদার, দুই জন লেগিয়্যে, এক জন কোষাধ্যক্ষ, এক জন এজাল কোষাধ্যক্ষ

ও ১১ জন মহিলা সহ সদস্য সংখ্যা হবে ৩৫ এবং ষুলআনি পঞ্চায়েতে কোন নালিশের বিচারের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যেদের ৪ জন সহ ২৩ জন সদস্য অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
২.৪.৫। ষুলআনি পঞ্চায়েত প্রতিটি বিচারের নথির কপি এবং ষুলআনির অন্তর্ভূক্ত সকল চাগালাগুলিতে অনুষ্ঠিত বিচারগুলির সারাংশ সহ মাসিক খতিয়ানরেজ্য পরিষদে পাঠাতে বাধ্য থাকবে।
২.৪.৬। ষুলআনি পঞ্চায়েতের তালুকদার ও এজাল তালুকদারদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার বিচার রেজ্য পঞ্চায়েত পরিষদ করবে। অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংশিণ্ঠষ্ঠ ষুলআনি পঞ্চায়েতেই করা যাবে। তবে সামাজিক অপরাধজনিত অভিযোগ সবার ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ আদাম পঞ্চায়েতেই করতে হবে এবং নালিশ হওয়ার পর থেকে বিচারের রায় না হওয়া পর্য্যন্ড়উক্ত পদাধিকারীকে সাময়িক বরখাস্ড়করতে হবে।
২.৪.৭। দোষী প্রমাণিত হলে ষুলআনি পঞ্চায়েতের পদাধিকারীগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন ও তাদের পরিবর্তে রায় দানের এক মাসের মধ্যে সাধারন সভায় নতুন সদস্য নির্বাচিত করা হবে। পুরো ষুলআনি পঞ্চায়েতটির বিরুদ্ধে নালিশ হলে তার বিচার রেজ্য পরিষদ করবে। এক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ড়হলে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় করা হবে ও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েতটি ভেঙে দিতে হবে এবং রেজ্য পঞ্চায়েত পরিষদ তিন মাসের ভিতরে নতুনভাবে ষুলআনি পঞ্চায়েত গঠন ও অন্তর্ভূবর্তীকালীন বিচার ব্যাবস্থা দেখাশোনা করার দাষিত্ব বহন করবে।
২.৪.৮। নতুন ষুলআনি পঞ্চয়েত গঠন বা কোন ষুলআনি পঞ্চায়েতকে বিভক্ত করে দুটি ষুলআনি পঞ্চায়েত গঠনের জন্য রেজ্য পঞ্চায়েত পরিষদের সাধারণ সম্মেলনে প্রস্ড়াব পাশ করতে হবে।

২.৫। রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ ঃ

২.৫.১। এটি ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বোচ্চ চাকমা সামাজিক বিচার পরিচালনা ও আইন সংরক্ষণমূলক সংগঠন। ষুল আণী পঞ্চায়েতের অমীমাংসিত বিরোধ বা মোকদ্দমার চূড়ান্ড়নিস্পত্তি এখানে হবে। বাদী অথবা বিবাদীর দ্বারা আপীলের মধ্য দিয়ে এই সর্বোচ্চ সামাজিক বিচার সংগঠন মোকদ্দমা গ্রহণ করে থাকে। পরিবর্তে প্রথাগত সামাজিক আইন, বিধি অথবা সুধোম ইত্যাদির সুষ্ঠু সংরক্ষণের স্বার্থে এই সংগঠন কারও আপীল ব্যতিরেকে স্বপ্রবৃত্ত হয়েও মোকদ্দমা গ্রহণ করতে পারে। এই সংগঠন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে রাজ্যের সমস্ড় আদাম, চাগালা এবং ষুলআনী পঞ্চায়েত সমূহের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে এবং সেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাবলে উলিণ্ঠখিত নিস্ড়রের কোন নির্দিষ্ট বিচার সভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বা সামাজিক বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম বা ক্ষমতা অপব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ থাকলে এই পঞ্চায়েত পরিষদ তার নিজ সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে সেই অভিযুক্ত নিস্তর বিচার সভাটি ভঙ্গ করে যথানিয়মে তা পুনর্গঠনের জন্য নির্দেশ জারী করতে পারে।
২.৫.২। রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ গঠিত হবে রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ সম্মেলনের মাধ্যমে। হার্বারি ও এজাল হার্বারিগণ, চাগালা ও ষুলআনি পঞ্চায়েতের সদস্যগণ ছাড়াও রাজ্যের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক ষুলআনির তালুকদার ও এজাল তালুকদারগণ পদাধিকারবলে রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদের আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২.৫.৩। সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চাকমাদের সামাজিক সুস্থিতি ও শান্ড়ি শৃঙ্খলা দেখার দায়িত্বে থাকবে রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ। সমাজে অপরাধের খতিয়ান ও অভিমুখ বিশেণ্ডষণ করে রেজ্য পরিষদ বাৎসরিক একটি পুস্ড়িকা প্রকাশ করবে।

২.৫.৪। পরিবর্তিত পরিস্থিতিরির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের শাস্ড়ির পরিমাণ নির্ধারণ করে নোটিশ জারি করবে ও তা যাতে প্রত্যেক আদাম পঞ্চায়েতে গিয়ে পৌঁছে তা নিশ্চিত করবে। প্রতি বৎসর বিঝুর পরে শাস্ড়ির পরিমাণের এই পরিবর্তিত হার কার্য্যকর হবে। শাস্ড়ির পরিমাণ অবশ্যই রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদের সাধারণ সম্মেলনে ঠিক করতে হবে।

২.৫.৫। চাকমা সামাজিক আইনের কোন ধারা বা উপ ধারার বিলুপ্তি বা আংশিক বা সম্পূর্ণ সংশোধনের ক্ষমতা একমাত্র ত্রিপুরা রেজ্য চাকমা সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদের সাধারণ সম্মেলনের হাতে থাকবে। এই পুস্ড়িকায় সন্নিবিষ্ট সকল ধারা-উপধারার ব্যাখ্যা নিয়ে যদি কোন মতানৈক্য দেখা যায় তবে ত্রিপুরা রেজ্য চাকমা সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদের সাধারন সম্মেলনের ব্যাখ্যাকে চুরান্ড়হিসেবে গ্রহ্ণ করতে হবে।

২.৫.৬। রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদের বিচার সভা গঠিত হবে চাকমা সামাজিক রেজ্য সম্মেলনের মাধ্যমে। চাগালা ও ষুলআনি পঞ্চায়েতের সদস্যগণ, আদাম পঞ্চায়েতের হার্বারি, এজাল হার্বারি ও লেগিয়্যেগণ ছাড়াও রাজ্যের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ রেজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতি ষুলআনির তালুকদার ও এজাল তালুকদারগণ পদাধিকারবলে রেজ্য পরিষদের আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২.৫.৭। রেজ্য পরিষদের সদস্য/সদস্যাদের বয়স কমপক্ষে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর হতে হবে।

২.৫.৮। রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদের মেয়াদ ৩ বৎসর হবে।

২.৫.৯। রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদের সভাপতিকে 'দেবান' বলে অভিহিত করা হবে। ৪ জন এজাল দেবান, দুইজন লেগিয়্যে, এক জন কোষাধ্যক্ষ, এক জন এজাল কোষাধ্যক্ষ ও ১৩ জন মহিলা সদস্যসহ রেজ্য পরিষদ বিচার সভার সদস্য সংখ্যা হবে ৩৯ এবং রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদে কোন নালিশের বিচারের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যেদের ৫ জন সহ ২৬ জন সদস্য অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

২.৫.১০। দেবান, এজাল দেবান ও রেজ্য পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের বির"দ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার বিচার রেজ্য পঞ্চায়েত পরিষদর করবে। তবে সামাজিক অপরাধজনিত অভিযোগ সবার ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ আদাম পঞ্চায়েতেই করতে হবে এবং নালিশ হওয়ার পর থেকে বিচারের রায় না হওয়া পর্য্যন্ড়উক্ত পদাধিকারীকে সাময়িক বরখাস্ড়করতে হবে।

২.৫.১১। দোষী প্রমাণিত হলে পদাধিকারীগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন ও তাদের পরিবর্তে রায় দানের এক মাসের মধ্যে সাধারণ সভায় নতুন সদস্য নির্বাচিত করা হবে। পুরো রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদটির বির"দ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে এক বা একাধিক ষুলআনি পঞ্চায়েত অনাস্থা প্রস্ড়াব আনতে পারবে এবং সাধারণ সম্মেলনে অনাস্থা প্রস্ড়াব পাশ হলে পরিষদটি ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে গঠন করতে হবে।

৩. সামাজিক পঞ্চায়েত সমূহে বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিধি

৩.১। যে কোন স্ড়রের সামাজিক পঞ্চায়েতের দ্বারা সমাজচ্যুত ব্যক্তি নিতর কিংবা উচ্চতর কোন সামাজিক পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রে পদাধিকারী হতে পারবে না।

৩.২। সরকারী চাকুরীরত কোন ব্যক্তি কিংবা কোন রাজনৈতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিধিবদ্ধ উপায়ে নির্বাচিত মনোনীত ব্যক্তি বা পদাধিকারী যে কোন স্ড়রের সামাজিক পঞ্চায়েতের সদস্য বা পদাধিকারী হতে পারবেন।

৩.৩। আদাম পঞ্চায়েত নিজ নিজ এলাকায় বসবাসরত সদস্যদের নাম ও প্রয়োজনীয় বিবরণ সহ একটি রেজিস্টার মেইনটেইন করবে। কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বসবাসের উদ্দেশ্যে স্থানান্ড়রিত হয়ে এলে তাকে পূর্বের আদাম পঞ্চায়েত থেকে স্থানান্ড়রের অনুমোদন পত্র বর্তমান আদাম পঞ্চায়েতের নিকট জমা দিয়ে আদাম পঞ্চায়েতের সদস্যপদ লাভ করতে হবে। যে কোন কারণে স্থানান্ড়রের অনুমোদন পত্র জমা দেওয়া সম্ভব না হলে তাকে বর্তমান গ্রামে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর স্থায়ীভাবে বসবাস করার মাধ্যমে বর্তমান পঞ্চায়েতের সদস্যভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৩.৪। যে কোন স্ড়রের সামাজিক বিচার চলাকালীন সময়ে বাদী ও বিবাদী উভয়েই সংশিণ্ডষ্ট বিচার সভার অনুমোদনক্রমে রাজ্যের যে কোন আদাম পঞ্চায়েত থেকে যে কোন একজন ব্যক্তিকে নিজপক্ষের হয়ে সওয়াল করার জন্য 'মুকপাত্তি' নিয়োগ করতে পারবে।

৩.৫। সর্বাধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিতর বিচার সভার রায় এর বির"দ্ধে উচ্চতর আদালতে বাদী বা বিবাদীর দ্বারা আপীল করতে হবে। এক্ষেত্রে আপীলকারীকে নির্ধারিত ফিস উচ্চতর আদালতে জমা দিতে হবে এবং নি আদালতের কমপক্ষে একজন পদাধিকারীর অনুমোদন আপীলনামায় থাকতে হবে। পদাধিকারীর অনুমোদনের পরিবর্তে আপীলকারীর নিজ আদাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের অনুমোদন নিতে হবে।

৩.৬। ভিন্ন আদাম পঞ্চায়েতের কোন পুর"ষ ও মহিলার মধ্যে প্রণয় বা ব্যভিচারমূলক ঘটনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের বিচার সভা অনুষ্ঠিত করতে হলে মহিলাটি যে আদাম পঞ্চায়েতের অধীন হবে সেই আদাম পঞ্চায়েতের বিচারশালায় বিচারসভা অনুষ্ঠিত হবে।

৩.৭। বাদী বা বিবাদী যে কোন পক্ষই সর্বাধিক দু'বার উপযুক্ত কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকে অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত বাদী অথবা বিবাদীর পক্ষেই বিচার সভার একতরফা রায় ঘোষিত হবে। কারণ দর্শানো সত্বেও তিনবার অনুপস্থিত থাকলে অনুরূপ ভাবে উপস্থিত বাদী বা বিবাদীর পক্ষে রায় ঘোষিত হবে। বিচার চলাকালীন সময়ে বাদী-বিবাদী এই দু'পক্ষের কেউ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ড় হলে বিচারসভা যদি মনে করে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে 'পলণ্ডান' মনোনীত করে তার দ্বারা বিচারের ঘটনা সম্পর্কে বাদী অথবা বিবাদীর জবানবন্দী লিখিয়ে আনতে পারে। আবার বিচারসভা যদি মনে করে বাদী বিবাদী এই দু'পক্ষের কেউ মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে বিচার সভার অনুপস্থিত থাকার চেষ্টা করছে, তাহলে তখন বিচার সভার দ্বারা মনোনীত কতিপয় পলণ্ডানের দ্বারা বল প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত বাদী বা বিবাদীকে ধরে এনে সভায় উপস্থিত করাতে পারে।

৩.৮। বিচার সভার বিচার চলাকালীন সময়ে বিচার সভার হার্বারি, হিঝে, তালুকদার বা দেবানের অনুমতি ব্যাতিরেকে কেউ সভাকক্ষ ত্যাগ করতে পারবে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে সভাকক্ষ ত্যাগ করে তবে তাকে নির্দিষ্ট অর্থদন্ড দন্ডিত হতে হবে। সভাকক্ষে যদি কেউ হার্বারি, হিঝে, তালুকদার বা দেবানের বিনা অনুমতিতে কথা বলে অথবা বাদী-বিবাদী পক্ষের কেউ উচ্চঃস্বরে কথা বলে কিংবা তাদের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ-বিসম্বাদ বা মারামারির মতো অবস্থার সৃষ্টি করে অথবা ঘটনার সঙ্গে সংশিণ্টষ্ট নয় তৃতীয় পক্ষের এমন কোন ব্যক্তি অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে, তাহলে বিচারসভা তাদের অপরাধ অনুযায়ী অর্থদন্ডে দন্ডিত করবে।

৩.৯। বিচার সভায় যদি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য বিচার সভার দ্বারা নির্ধারিত পরিমান অর্থ 'লাজভার' হিসেবে দিতে হবে এবং তৎসঙ্গে বিচার সভার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায় করতে হবে।

৩.১০। লাজভার সংশিণ্টষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তি বা যার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সে পেয়ে থাকে এবং জরিমানা পেয়ে থাকে সমাজ।

৩.১১। বিচার সভার বিচারে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ড় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অপরাধ অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ আদায়ের মাধ্যমে দন্ডিত করার ঘোষণা হলে, যদি তৎক্ষণাৎ সভাস্থলে সমুদয় পরিমাণ অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিচারসভার দ্বারা ঘোষিত অর্থের ১০% পরিমাণ অর্থ তৎক্ষণাৎ আদায় করে বাকী অর্থ আদায়ের জন্য বিচার সভার নিকট সময় চেয়ে নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিচার সভার সভাপতির অনুমোদনক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেউ অপরাধের পক্ষে জামিনদার হয়ে উক্ত বাকী পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্য সময় চেয়ে নিতে পারেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জামিনদারের দ্বারা জরিমানার টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে বিচারসভা কর্তৃক জামিনদারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির জরিমানার সমমূল্যের অংশ ক্রোক করতে পারবে। কিন্তু নির্ধারিত দিনের ন্যুনতম ২ (দুই) দিন পূর্বেই যদি উক্ত জামিনদার পঞ্চায়েত বিচারসভার নিকট জামিননামা খারিজের আবেদন জানায়, তাহলে জামিনদার রেহাই পাবে। পরিবর্তে মূল অপরাধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আরো নির্দিষ্ঠ দিনের সময়সীমা ধার্য করে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার নোটিশ বিচারসভা জারী করবে। নোটিশে উলেণ্টখিত সময় অতিক্রান্ড় হয়ে যাওয়ার পরও যদি জরিমানার টাকা আদায় করা সম্ভব না হয়, তখন বিচারসভা অপরাধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জরিমানার সমমূল্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবে। যদি এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অপরাধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সম্পত্তির অর্থমূল্য ঘোষিত জরিমানার সমান না হয়, তাহলে বিচারসভা সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ পরিহার করে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অন্য শাস্ড়ি বা সাময়িক সমাজচ্যুতির ঘোষণা দিতে পারে।

৩.১২। সাময়িক সমাজচ্যুতির ঘোষণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন আদাম পঞ্চায়েতের সদস্যভুক্ত হতে পারবে না–কোন সামাজিক ভোজ বা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে না। উক্ত ব্যক্তিকে পুণরায় সমাজে অন্ড়র্ভুক্তির জন্য গ্রামের হিয়োঙে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের মধ্য দিয়ে অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য 'চামিনি' হতে হবে।

৩.১৩। অপরাধীর প্রতি দন্ডাদেশ অর্থমূল্যে নির্ধারিত হবে। কিন্তু জরিমানা আদায়ে অক্ষম ব্যক্তি, নিষিদ্ধ সম্পর্কের কারও সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত বলে বিচার সভায় দোষী সাব্যস্ড় ব্যক্তি, কোন বিচার সভার আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তি, কারোর বিরুদ্ধে যদি উপযুক্ত কারণে সাময়িক সমাজচ্যুতির আদেশ বলবৎ হয়

তাদের সকলের ক্ষেত্রে কিছু সময়ের জন্য 'চামিনি' হওয়ার আদেশ দেওয়া যেতে পারে।

৩.১৪। অভিযোগপ্রাপ্ত যে কোন সামাজিক অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা চাকমা সামাজিক পঞ্চায়েতের আওতায় থাকবে। তবে কোন অভিযোগকারী যদি মনে করে সরকারী বিচার ব্যাবস্থা তার সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রেয় হবে তাহলে সংশিণ্টষ্ঠ আদাম পঞ্চায়েতের অনুমোদন নিয়ে সে থানা বা সরকারী আদালতে অভিযোগ জানাতে পারবে।

৩.১৫। চাকমা রাজা, চাকমা যুব রাজা, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, কোন দেশের রাষ্ট্র দূত, সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর প্রধান, লোক সভা, রাজ্য সভা ও বিধান সভার নির্বাচিতসদস্য ও ভারত রত্ন সন্মান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিচার চাকমা সামাজিক বিচার সভা সরাসরি করবে না, পরিবর্তে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সরকারী বিচারালয়ে অভিযোগ দায়ের করবে।

৩.১৬। বিচারসভা সাধারণতঃ কার্বারী/হিঝে/তালুকদার/দেবানের গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু স্থান সংকুলানের প্রশ্নে প্রয়োজনে অন্য কোন পদাধিকারীর গৃহেও বিচারসভা অনুষ্ঠিত হতে পারে তবে কোন হিয়োঙে বিচারসভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।

৩.১৭। বিচারসভার পদাধিকারীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্যা থাকতে হবে।

৩.১৮। কোন মহিলা বাদী, বিবাদী বা সাক্ষীরূপে গণ্য কাউকে বিচারসভার নির্দেশে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিচারসভায় উপস্থিত করানোর ক্ষেত্রে মহিলা 'পলণ্ঢান' কে পাঠাতে হবে।

৩.১৯। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দন্ডাদেশের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ বিচারসভায় উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমান হারে ভাগ করা হতো। বর্তমানে এই রীতি পরিহার করে অধিকাংশ আদাম পঞ্চায়েত দন্ডাদেশের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ নিজেদের পঞ্চায়েতের জন্য স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির কাজে ব্যয় করেন।

৩.২০। নিষিদ্ধ সম্পর্কে বিবাহিত ব্যক্তি বিচার নিষ্পত্তি না হওয়ার পূর্বে যদি রাজ্যন্ড়রী হয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং ভবিষ্যতে কোন সময় জীবিত অবস্থায় এ রাজ্যে ফিরে আসে তবে তার বিরুদ্ধে বিচার চলবে।

৩.২১। চাকমা সমাজে আইনগুলি কোন শাসক বা ব্যক্তির সৃষ্ঠ নয় সেগুলি সমাজ দ্বারা সৃষ্ঠ। বিচারের ক্ষেত্রেও কোন বিচারসভায় রাজা/দেবান/তালুকদার/হিঝে/কার্বারীরা নেতৃত্ব দিলেও বিচার প্রক্রিয়ায় এবং রায় দানে সমাজেরই প্রাধান্য। তাই কোন বিচার সভা যখন কোন রায় প্রদান করবে তখন তাকে সংশিণ্টষ্ঠ আদাম/চাগালা/গাঙ/রাজ্যের সকল অধিবাসীদের রায়ের প্রতিফলনই ঘটাতে হবে। সামাজিক আইনের শুকর জরিমানা ও বট গাছে পানি ঢালা ইত্যাদি শাস্ড়িগুলির নিগুঢ়ার্থও এর আলোকেই বিচার করতে হয়।

৪. জনম সুধোম

৪.১। নিজগৃহ, পিতৃগৃহ অথবা নিজ স্বামীর গুথি সম্পর্কিত ব্যক্তির গৃহ ব্যাতীত অপর কারও গৃহে সন্ড়ান প্রসব করা যায় না। তবে জর"রী অবস্থায় গৃহস্থের অনুমোদন থাকলে অনাত্মীয়ের বাড়িতেও সন্ড়ন প্রসব করা যাবে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ক্ষেত্রে পিতৃগৃহেও সন্ড়ন প্রসব নিষিদ্ধ, তবে বর্তমানে এ প্রথা অনেকটাই শিথিল হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে উক্ত গৃহস্থের বুরপারার খরচ প্রসূতির স্বামী বা আত্মীয়কে বহন করতে হবে।

৪.২। সন্ড়ন প্রসবের সময় গৃহস্থকে যে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য প্রতিবেশীদের এগিয়ে আসা একান্ড় কর্তব্য।

৪.৩। সদ্যপ্রসূতা রমণীকে 'কজইপানি/কসইপানি' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মাধ্যমে পবিত্র হতে হয়। এই অনুষ্ঠানে 'পাদুঅঝা/অসামেলা' সদ্যপ্রসূতা রমণীকে পার্শ্ববর্তী নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে প্রথাগত মাঙ্গলিক উপায়ে 'ঘিলা-কজই পানি' প্রসূতি মা এর শরীরে ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ করে থাকেন। এই বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হওয়া অবধি প্রসূতি কোন বাসগৃহে প্রবেশ করতে পারেন না।

৪.৪। সন্ড়ন প্রসরের মাস খানেকর মধ্যেই এই 'কজই পানি' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা বিধেয়।

৪.৫। 'কজই পানি' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর প্রসূতি কর্তৃক 'পাদু-অঝা' কে পিনোন/খাদি ইত্যাদি উপহার অবশ্যই দিতে হয়। 'খাদি'র পরিবর্তে একখ" সাদা কাপড়ও দেওয়া যেতে পারে। তৎসঙ্গে অবশ্যই দিতে হয় কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ। তঞ্চঙ্গ্যা চাকমাদের কোন কোন গুথিতে আবার অসামেলাকে 'পাচ কাবর' অর্থাৎ পঞ্চবস্ত্র দেওয়ারও রেওয়াজ আছে। তবে ইচ্ছে করলে স্বয়ং পাদুঅঝা গৃহকর্তাকে উপহার দেওয়া থেকে রেহাই দিতে পারে।

৪.৬। পাদুঅঝার মাধ্যমে সম্পন্ন কজইপানি অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশী ও নিকট আত্মীয়দের আমন্ত্রণ জানিয়ে ভোজের ব্যবস্থা করতে হয়।

৪.৭। 'কজই পানি' অনুষ্ঠান সম্পন্ন না করার পূর্বে কোন সময় ভুলক্রমে যদি সদ্যপ্রসূতা রমণী প্রতিবেশী কারো গৃহে প্রবেশ করেন, তাহলে উক্ত প্রতিবেশীর গৃহে অশৌচ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন ঐ গৃহস্থকে তার পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে 'বুরপারা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। এই অবস্থায় প্রসূতির স্বামীকে ঐ গৃহস্থের বুরপারা অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বহন করতে হয়।

৪.৮। তঞ্চঙ্গ্যাদের কোন দম্পতির প্রথম সন্ড়ন ভাদ্র মাসে ভূমিষ্ট হলে মা ও শিশুকে কলা গাছের ভেলাতে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। ভাসিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অসামেলা বা অন্য কেও নবজাতকসহ মাতাকে উদ্ধার করে। তখন পিতা তার কাছ থেকে শিশু ও মাতাকে প্রতীকি মূল্য দিয়ে কিনে নেয়।

৪.৯। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সন্ড়নের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন পৈ মানস করেন। ছেলে সন্ড়ন হলে ধুদি-পৈ, কন্যা সন্ড়ন হলে খাদি-পৈ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ধুদি-পৈ না করা পর্যন্ড় ছেলেটি ধুতি পরতে পারে না বা খাদি-পৈ না করা পর্যন্ড় কন্যাটি খাদি পরতে পারে না। পৈ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অবশ্যই তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হয়। এর পর যার জন্য পৈ করা হয়, তাকে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে উপস্থিত অতিথিদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেবার জন্য আনা হয়। সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রথমে পৈ গছানো হয়। তিনি যত টাকা আশীর্বাদ স্বর"প প্রদান করেন পরবর্তীজনেরা কেউই তার বেশী

অর্থ প্রদান করতে পারে না।

৪.১০। পূর্ণ গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসূতা নারীকে কোন অবস্থাতেই মারধোর করা যায় না। গর্ভবতী বিশেষতঃ আসন্ন সন্ড়ন প্রসবা রমণীকে শারীরিক কষ্টকর কঠিন কর্ম করতে এবং শারীরিক ভাবে নির্যাতন করতে দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে সদ্য সন্ড়ন প্রসূতা রমণীকে কিছুদিন শারীরিক কষ্টদায়ক কর্ম করা থেকে বিরত রাখা হয়, যাতে সে সন্ড়ন প্রসবজনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের প্রশ্নই ওঠে না। কেউ যদি এই ধারা লংঘন করে তাহলে তাকে সামাজিক বিচার সভায় সোপার্দ করা হয় এবং সামাজিক বিচারের রায় অনুযায়ী শাস্ড়িভুক্ত হতে হয়। এছাড়া যদি এই বিধি লংঘনের ফলে গর্ভস্থিত সন্ড়নের ক্ষতি বা মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অপরাধীকে ভ্রূণহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ড়করা হয়।

৫. জদন সুদোম/সাঙা সুদাম

৫.১.১। সাধারণতঃ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজন সমভিব্যাহারে বাদ্য-বাজনা সহযোগে পাত্রকে পাত্রীর গৃহে প্রেরণ করে সেখানে প্রথা অনুযায়ী 'সিজি জদন' অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর অনুরূপ শোভাযাত্রার মাধ্যমে নববধূর সাজে সুসজ্জিতা সালঙ্কারা পাত্রীকে পাত্রের স্বগৃহে আনয়নের পর অঝা/অসা দ্বারা 'চুমুলুং' পূজো অনুষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করা হয়।

৫.১.২। পাত্র পক্ষ থেকে পাত্রীকে আনতে যাওয়াকে 'বৌখজা যানা' বলে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ক্ষেত্রে সাবালা, বর, পিধে কালেণ্ঢাং/ফো কালেণ্ঢাং বহনকারী ও অবিভাবকমন্ডলী সহ বেজোড় সংখ্যক বরযাত্রী দল রওয়ানা হবার রীতি আছে। আবার নতুন বউ নিয়ে জোড় সংখ্যা মিলিয়ে বরযাত্রীদের ফিরে আসার নিয়ম আছে।

৫.১.৩। আনক্যে সমাজে নববধূকে নিয়ে বরযাত্রীরা বৌখজা যানার দিন বা তার পরের দিন ফিরে আসে এবং বরের বাড়িতে চুমুলোং ও খানা সিরেনা সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু তঞ্চঙ্গ্যাদের সমাজে জরা বানানা, চুমুলোং ও খানা সিরেনা অনুষ্ঠানসহ সম্পূর্ন বিবাহটি সম্পাদিত হয় কনের বাড়িতে। বিবাহের পর বর-কনেকে শ্বশুর বাড়িতে ৭ দিন পর্যন্ড়(বর্তমানে ১/২ দিন) থাকার রীতি আছে।

৫.১.৪। তঞ্চঙ্গ্যাদের ক্ষেত্রে কনের বাড়িতে বরযাত্রীদল পৌঁছার সাথে সাথে বিয়ের আসরে কনেকে লুকিয়ে (বৌ লুগানা) রাখা হয়। কনের চেয়ে ছোট বয়সের এক জন কিশোরী বাড়ির দরজায় বরের বাবা-মা ও বরের পা ধুয়ে দিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। কনের বৌদি বা বৌদি সম্পর্কের এক জন মহিলা যার কোন সন্ড়ন মারা যায়নি এমন অথবা ভগ্নীপতি সম্পর্কীয় এক জন পুর"ষ এসে একটি ডিম হাতে নিয়ে বরের মাথার চারপাশে ঘুরিয়ে পেছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি নিজের ডানহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বরের বামহাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ধরে বরকে ঘরে তুলে নিয়ে কনের পাশে বসিয়ে দেন। এ সময় বর ও কনে উভয়ের মাঝখানে পর্দার আড়াল রাখা হয়। বৌলি/সাজনি দিয়ে বউ সাজানো শেষে সেই পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়।

৫.১.৫। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের সহমতের ভিত্তিতে উলিণ্ঢখিত আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র পাত্রকে পাত্রীর গৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে 'জদন' এবং 'চুমুলং' পূজো সম্পন্নের মধ্য দিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পাড়া-পড়শীদের নিয়ে ভোজের আয়োজন পাত্রীর গৃহে হয়ে থাকে।

৫.১.৬। পাত্রীর পিতা-মাতাকে পাত্রের পক্ষ থেকে প্রথামাফিক প্রদেয় দাভা এর টাকা, বৌলি/সাজনি ও অন্যান্য খরচ দিতে না পারার হেতু অথবা পাত্রের পারিবারিক অসচ্ছলতার দর"ণ বিবাহের খরচাদি বহন করতে না পারার কারণে পাত্র কর্তৃক বিবাহকার্য সম্পন্নের পর পাত্রীর গৃহে ২/৩ বৎসর যাবৎ গৃহকার্যে নিয়োজিত থাকতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিবাহের নাম 'ঘর-জামেই মেলা/জামেই তুলোনা'। এই বিবাহে বিবাহ সম্পর্কিত যবাতীয় খরচাদি পাত্রীর পিতাকে বহন করতে হয়।

৫.২। সিজি জদন/জরা বানি দেনা/ফঙ গরানা/লাত্তঙ বানানা

৫.২.১। 'সিজি জদন' বা 'জরাবানা' শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র জোড়-বন্ধন। চাকমাদের বিবাহের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা জদনের অনুমতি দানের পর শুভ্র বস্ত্র দিয়ে পাত্র ও পাত্রীকে জোড়া-বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। 'সাবালা/সামালা' এই কাজ সম্পন্ন করান। এই অনুষ্ঠানে বিবাহটি সামাজিক অনুমোদন লাভ করে এবং এটিকে সম্পূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ বলা য়ায়।

৫.২.২। জরা বানি দিবার সময় সাবালা যখন 'জরা বানি দিবার উগুম আঘে না নেই' বলে বিবাহের জন্য সমাজের অনুমোদন প্রার্থনা করেন তখন কেও যদি 'নেই নেই' বলে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তবে সেই বিবাহ বাতিল হতে পারে। তবে উক্ত ব্যক্তিকে তার অসম্মতির জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে নতুবা তাকে সমাজ নির্ধারিত হারে শাস্ড়ি ভোগ করতে হবে।

৫.২.৩। এই অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রী উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে কিছু পরিমাণ 'বড়াগুল্যা ভাত' একে অপরকে খাইয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এই রীতি সম্পর্কে বিশ্বাস যে, এর ফলে পাত্র-পাত্রী উভয়ের উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে।

৫.২.৪। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে পাত্র একটি রূপোর আংটি পাত্রীর আঙ্গুলে পরিয়ে দেয়। এই পবিত্র আংটির নাম 'জরা-আন্ধিক'।

৫.২.৫। অপর এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 'অঝা' বা পুরোহিতকর্তৃক পাত্র ও পাত্রীকে নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়ে একজোড়া কলস মাঙ্গলিক উপায়ে পাশাপাশি স্থাপন করে স্রোতস্বিনী নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ভাসিয়ে দেওয়ার পর যদি দেখা যায়-একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি কলস দুঃটি পাশাপাশি ভেসে চলেছে, তখন মনে করা হয় নব-দম্পতির ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন সুখদায়ক হবে। অবশ্য এই প্রথা সামাজের নির্দিষ্ট 'গঝা' (Section) ও গুথি (clan) বিশেষে প্রচলিত রয়েছে। ঐ একই পদ্ধতিতে নদীতে 'ফুল ভাসানো' (পান ও সুপারী সহযোগে) রীতিও লক্ষ্য করা যায়।

৫.৩। চুমুলোঙ/চুমুলাঙ ঃ

৫.৩.১। চুমুলোঙ পূজো পাত্রের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জদন অর্থাৎ বিবাহের পর নবদম্পতির ভবিষ্যৎ সুখী ও পরিপূর্ণ জীবন প্রার্থনা করে এই পূজা করা হয়।

৫.৩.২। এই পূজো সম্পন্নের জন্য দরকার হয় পাত্রীর দ্বারা নদীর ঘাট থেকে আনীত এক পূর্ণকুম্ভের জল। পাত্রী তার সহচরীদের নিয়ে এই জল নিয়ে আসে পূজোর প্রাক্-মুহূর্তে। এই পূর্ণকুম্ভটি চুমুলঙ পূজোর জন্য তৈরী সুসজ্জিত বেদীর পাশে স্থাপন করা হয় এবং তা সুতোর দ্বারা সাতপাকে পূজোর বেদীর সঙ্গে

বেঁধে দেওয়া হয়। পূজোর বেদীতে 'চুমুলোঙ' দেবতা- পরমেশ্বরী, লক্ষী, কালিয়্যে, সদাগচ্যে/অচ্যে, রাক্কল্যে/নেইনাঙ্যের প্রতীক সংস্থাপন করা হয়। পূজোর বিভিন্ন উপাচারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে - এক কুর"ম ধান, এক কুর"ম চাল, কিছু পরিমাণ কার্পাস, কিছু ফুল, এক বোতল মদ এবং একটি মোরগের ডিম। অঝা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে মোরগ ও শূকরের র"ধির উলেণ্ঢখিত দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মাধ্যমে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের ভক্তি নিবেদনের পর চুমুলঙ পুজো সম্পন্ন করিয়ে দেন এবং পূর্নকুম্ভের সঙ্গে জড়ানো সূতোর কিছু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে পাত্র ও পাত্রীর হাতে পৃথক পৃথক ভাবে বেঁধে দেন ও পূর্ণকুম্ভের জল উভয়কে পান করান। এরপর অঝা উৎসর্গীকৃত মোরগের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ও পূজোয় ব্যবহৃত ডিমটি নীরিক্ষণ করে দম্পত্তির ভষিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয় করেন এবং তাতে অমঙ্গলসূচক কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে থাকলে তা প্রতিকারের উপায় করেন।

৫.৩.৩। পাত্র ও পাত্রী এই উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সহমতের ভিত্তিতে এই চুমুলঙ পূজোটি মোরগ ও শূকরের র"ধির উৎসর্গ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ফুল দিয়েও সুসম্পন্ন করা যায়।

৫.৩.৪। ভান্ড়েবা চামিনি দ্বারা জদন বা চুমুলোং নিষিদ্ধ। তবে চুমুলোঙ পূজো সম্পন্নের পর গৃহস্থ ইচ্ছে করলে ভান্ড়ে দ্বারা মঙ্গল সূত্র শ্রবণ করতে পারেন।

৫.৩.৫। বিবাহ কালীন এই চুমুলঙ পুজো ছাড়াও কোন কোন গৃহস্ড়ের দ্বারা প্রতি বৎসরান্ড়ে চুমুলোঙের মাধ্যমে বিবাহ-বার্ষিকী সম্পন্ন করার রীতি সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের নাম 'ঘর-চুমুলঙ'। এই উপলক্ষে পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়।

৫.৪। সেপবত্তা ঃ

'সেপবত্তা শব্দের অর্থ আর্শীর্বাদ। বিবাহ অনুষ্ঠানের মূলভোজের পর পাত্র ও পাত্রী উভয়ে সাবালার সহযোগিতায় বিবাহ অনুষ্ঠানে সমূপস্থিত সকল বয়ঃজ্যোষ্ঠদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যেক বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কিছু চাল ও কিছু তুলো (খাদ্য ও অর্থের প্রতীক) হাতে নিয়ে তা প্রথমে পাত্রের, পরে পাত্রীর মাথায় গুঁজে দিয়ে আশীর্বাদ দান করেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে নবদম্পতিকে সাধ্যানুযায়ী ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

৫.৫। খানা-সিরেনী ঃ

'খানা-সিরেনী' হচ্ছে বিবাহ অনুষ্ঠানের মূলভোজের অতিরিক্ত পাত্র ও পাত্রী পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ ও সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে সম্পাদিত প্রীতিভোজ। এই প্রীতিভোজ সাবালার তত্বাবধানে বিশেষ উপাদেয় খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা পাত্র ও পাত্রীর পক্ষের বৈবাহিক সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাক্যালাপের মাধ্যমে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কে আরো গভীরতর হয়ে উঠে। উলেণ্ঢখ্য যে, এই প্রীতিভোজটি বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ গুর"ত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রচলিত সামাজিক বিধি অনুযায়ী কারোর দ্বারা এই 'খানা'-সিরেনী অনুষ্ঠানটি বিবাহের দিনে সম্পাদিত করা সম্ভব না হলে পরবর্তী সময়ে 'ঘর-চুমুলঙ' অনুষ্ঠানে তা সম্পন্ন করতে হয়। অন্যথায় মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির শবদেহটি গ্রামবাসীরা কাঁধে বহন করার পরিবর্তে হাঁটুর পরিমাণ উচ্চতায় ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে শশ্বানে নিয়ে যান। অবশ্য তা সাধারণত করা হয় না। এই অবস্থায় কেবল শ্বশান যাত্রীদের উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যাদি সমর্পণ করে অত্যন্ড়সংক্ষিপ্ত উপায়ে তৎক্ষনাৎ এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

৫.৬। বৌ-গজানি ঃ

এটি হচ্ছে পাত্রী পক্ষের দ্বারা পাত্র পক্ষের আনুষ্ঠানিক ভাবে কন্যা সম্প্রদান মূলক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে পাত্রীপক্ষের হয়ে কোন বিশিষ্ট কথাশিল্পী তার সুসংবদ্ধ ও মর্মস্পর্শী বাক্য-সংলাপের মধ্য দিয়ে অথবা কোন 'গেংখুলী' তাঁর সুরেলা ও ছন্দোময় গীতি-ঝংকারের দ্বারা নবদম্পতির উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সুগৃহিনীর আদর্শ নীতিমালা, উভয়পক্ষের শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীদের উদ্দেশ্যে জামাতা ও পুত্র বধূর প্রতি তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ও ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী ব্যক্ত করেন। অত্যন্ড় ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৫.৭। বেসুদ ভাঙা/বেরানত যানা/সেপ মাগা যানা ঃ

৫.৭.১। বিবাহকার্য সম্পন্নের ২/৪ দিন পর বিবাহিত নবদম্পতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে কন্যার পিতৃগৃহে গমন। এটি একটি আবশ্যিক সামাজিক আচার বিশেষ। এই সময় নবদম্পতির সহযাত্রীরূপে যান বিবাহ সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত সাবালা, পাত্রের কনিষ্ঠ ভগিনী অথবা পাড়ার কোন যুবতী, পাত্রের নিকট আত্মীয় পূর্ণবয়স্ক রমণী সহ ৬/৮ জন পুর"ষ ও মহিলা এবং সঙ্গে পাত্রীর পিতা-মাতা ও অন্যান্য ঘনিষ্ট আত্মীয়বর্গের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পিঠে-পায়েস ইত্যাদি নিয়ে যেতে হয়।

৫.৭.২। বিবাহের পরে কন্যার বাড়ীতে বা কন্যার বাড়ীতে বিবাহ হয়ে থাকলে বরের বাড়ীতে অথবা উভয় পক্ষেরই অসুবিধে থাকলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণে অসুবিধা হলে তখন একটি সবুজ গাছের নীচে কয়েকজন মুর"ব্বির সামনে বেসুদ ভাঙা সম্পাদন করা যেতে পারে।

৫.৭.৩। পাত্রী রানি হলে বা অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হলে এই নিয়ম পালন করা বাধ্যতামূলক নয়।

৫.৮। বিঝু বেড়ান ঃ

বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথম বিঝু উৎসবের দিনে নব-দম্পতিকে কতিপয়বন্ধু ও বান্ধবীর সমভিব্যাহারে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাত্রীর পিতৃ গৃহে যেতে হয়। 'বিঝু বেড়ান' অনুষ্ঠান কোন কারণে বাতিল করা গেলেও পাত্রীর জন্মদিন যদি বুধবার হয় তাহলে অবশ্যই পাত্রীকে বিবাহের পরের প্রথম বিঝুর দিনটি পিতৃগৃহে পালন করতে হবে।

৫.৯। রানি মিলার মেলা ঃ

বিধবা রমণীদের পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত বিবাহের প্রচলিত রীতি ও আচারসমুহ সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালন আবশ্যিক নয়।

৫.১০। যে সব সম্পর্কে বিবাহ হয় (সাঙ্গ্যে কুদুম) ঃ

৫.১০.১। পাত্র-পাত্রী উভয়ের বংশস্ড়র সমান হলে (equal generation) অর্থাৎ সম বংশস্ড়রের মধ্যেই বিবাহ হতে পারে। কিন্তু সম বংশস্ড়র হলেও একই গুথির (clan) মধ্যে বিবাহ হতে পারে না।

৫.১০.২। নিঃসম্পর্কীয় যে কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

৫.১০.৩। একই গর্ভজাত ভাই-বোনের ছেলেমেয়েরা মধ্যে অর্থাৎ মামাতো, পিসতুতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। তবে এরূপ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ কদাচিৎ হয়ে থাকে।

৫.১০.৪। সহোদর বোনদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অর্থাৎ মাসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। এক্ষেত্রেও কদাচিৎ বিবাহ হতে দেখা যায়।

৫.১০.৫। সম-সম্পর্কের হলে একই গঝা কিন্তু ভিন্নতর গুথির মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

৫.১০.৬। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শালিকার সঙ্গে সহোদর বয়ঃকনিষ্ঠ ভাই-এর বিয়ে হতে পারে।

৫.১০.৭। জ্যেষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠ ভাই-এর সঙ্গে স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠা বোনের বিয়ে হতে পারে।

৫.১০.৮। নিজের শালিকা অর্থাৎ স্ত্রীর সহোদরা বয়ঃকনিষ্ঠা বোনকে বিয়ে করা যায়।

৫.১০.৯। বিপত্নীক পুর"ষ এবং বিধবা স্ত্রীলোক সম-সম্পর্কের হলে বিয়ে হতে পারে।

৫.১০.১০। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া পুর"ষ ও বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া স্ত্রীলোক সমবংশস্ড়রের হলে এদের মধ্যে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। এর জন্য বয়সের কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে না।

৫.১০.১১। বিধবা কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া বড় ভাই-এর স্ত্রীর সঙ্গে দেওরের বিয়ে হতে পারে।

৫.১০.১২। শালা কিংবা সম্বন্ধীর স্ত্রী অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর বড় ভাই - এর পত্নী বিধবা কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তাকে বিয়ে করা যায়।

৫.১০.১৩। খুব বেশী ঘনিষ্ট বা সমগোত্রের না হলে পাত্র-পাত্রীর পরস্পর ঠাকুরদা-নাতিনী অথবা তার ঠিক বিপরীত সম্পর্কের হলেও উভয়ের মধ্যে বিয়ে হতে পারে।

৫.১০.১৪। চাকমা সমাজে একাধিক বিবাহ করা যায়।

৫.১১। যে সব সম্পর্কে বিবাহ হয় না (অসাঙ্গ্যে কুদুম) ঃ

৫.১১.১। অসম সম্পর্ক (non-equal generation) অর্থাৎ 'গরবা-কুদুম' সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না।

৫.১১.২। দুর বা নিকট সম্পর্কের বিভিন্ন প্রকার খুড়ো-ভাইঝি সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। যেমন - ক) জ্যেষ্ঠ ভাই-এর মেয়ের সঙ্গে বয়ঃকনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ হতে পারে না, খ) বৈমাত্রেয় ভাই-এর মেয়ের সঙ্গে বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিয়ে হতে পারে না।

৫.১১.৩। পিসি-ভাইপো সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না।

৫.১১.৪। মামা-ভাগিনীর মধ্যে বিয়ে হতে পারে না।

৫.১১.৫। মাসী-বোনপো সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না।

৫.১১.৬। স্ত্রীর বড় বোনকে বিয়ে করা দূরে থাক স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ।

৫.১১.৭। কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্তা হলেও বিয়ে করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

৫.১১.৮। সাদাঙা অথবা পালক পিতার সন্ড়ানের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।

৫.১২। বহুপতি গ্রহণ ও পুর"ষদের বহুবিবাহ (Polyandry and Polygamy) ঃ

৫.১২.১। বহুপতি গ্রহণ চাকমা সমাজে পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

৫.১২.২। যদি বর্তমান স্ত্রী শারীরিক ত্র"টিজনিত কারণে গর্ভধারণে অসমর্থ হয় তবে পুনর্বিবাহ করা যাবে। এই ব্যাপারে উপযুক্ত মেডিকেল অফিসারের সার্টিফিকেট পঞ্চায়েতের কাছে দাখিল করতে হবে।

৫.১২.৩। যদি বর্তমান স্ত্রী শারিরিকভাবে অতিরিক্ত বিকলাঙ্ক অথবা মানসিকভাবে অস্বাভাবিক রোগগ্রস্ড় হয়ে থাকে তবে পুনর্বিবাহ করা যাবে।

৫.১২.৪। দুইজন স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করা যাবে না।
৫.১২.৫। দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের পূর্বে প্রথমা স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে।

৫.১৩। অপ্রাপ্ত বয়স্ক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ

মেয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর এবং ছেলের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ না হলে বিবাহ দেওয়া যাবে না।

৫.১৪। পণপ্রথা নিষিদ্ধ (Dowry prohibited) ঃ

চাকমা সমাজে পণপ্রথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৫.১৫। বিবাহের তারিখ নির্ধারণ ঃ

৫.১৫.১। জ্যেষ্ঠ ও পৌষ মাসে বিবাহকার্য সম্পন্ন করা যায় না।
৫.১৫.২।। বৌদ্ধভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময়ে (অর্থাৎ শ্রাবণী পূর্ণিমা থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ড়) বিবাহকার্য সম্পাদিত হয় না।
৫.১৫.৩।। একই দিনে একাধিক পুত্রবধূ স্বগৃহে বরণ করা যায় কিন্তু একই দিনে একাধিক কন্যার বিয়ে দেওয়া যায় না। নববধূ স্বগৃহে বরণ করার এক বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় না। যদি একই দিনে বা কিছু সময়ের ব্যবধানে একদিকে কন্যার বিবাহ দেওয়া এবং অপরদিকে পুত্রের জন্য নববধূ বরণের সুযোগ দেখা দেয়, তখন প্রথমে কন্যার বিবাহ দিয়ে এরপর পুত্রের জন্য নববধূ ঘরে তোলার ব্যবস্থা করা হয়।
৫.১৫.৪। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অবিবাহিত অবস্থায় থাকা সত্বেও কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করা যায়। কন্যা সন্ড়ানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধি অনুসরণ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠপুত্রের অথবা জ্যেষ্ঠা কন্যার সম্মতি আদায় করে নিতে হয়।
৫.১৫.৫। পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত বিবাহের তারিখ এগিয়ে আনা যায় অথবা পিছানোও যায়।

৫.১৬। অসবর্ণ বিবাহ ঃ

কোন চাকমা রমণী ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সেই রমণীকে চাকমা বলে গণ্য করা হবে না। পরিবর্তে ভিন্ন সমাজের রমণী চাকমা পুর"ষ বিবাহ করলে তাকে চাকমা বলে গণ্য করা হবে।

৫.১৭। কোর্ট ম্যারেজ ঃ

কোর্ট ম্যারেজ করলেও সামাজিক অনুমোদনের জন্য পাত্র-পাত্রীকে বিধি অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও জরা বানানা, চুমুলোঙ এবং খানা সিরেনি অনুষ্ঠান করতে হবে। নতুবা সংশিণ্টষ্ট নারী ও পুর"ষকে সামাজিকভাবে সিনেলি দোষে দোষী সাব্যস্ড়করা হবে।

৫.১৮। বিবাহ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধি ঃ

৫.১৮.১। পাত্র পক্ষ থেকে পাত্রীর গৃহে উপঢৌকনস্বরূপ খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি সহকারে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ প্রস্ড়াব নিয়ে যাওয়াকে 'বৌচানা/বৌপুছা গরানা' বলে। সাধারণতঃ তিনবার বৌচানার মাধ্যমে উভয়পক্ষ বিবাহের ব্যাপারে চূড়ান্ড়সিদ্ধান্ড়ে উপনীত হয়। তিনবারের এই সর্বশেষ বৌচানাকে 'তিনপুর' বলে। আবার উভয় পক্ষের সন্মতিসাপেক্ষে সময় অসংকুলানের জন্য বা অহেতুক ঝামেলা এড়ানোর জন্য একবারের বৌচানাকেও 'তিনপুর' হিসেবে গ্রহণ করা য়ায়। 'তিনপুর' অনুষ্ঠানের দ্বারা বিবাহের সিদ্ধান্ড়গ্রহণের পর বিবাহ বাতিল করা যায় না। এরপর পাত্র ও পাত্রী দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ বিবাহ বাতিলের প্রস্ড়াব উত্থাপন করলে প্রস্ড়াবকারী পক্ষকে অপর পক্ষের অহেতুক খরচের জন্য 'লাজভার' স্বরূপ অর্থদ" দিতে হয়।
৫.১৮.২। পাত্রের অভিভাবক পাত্রীর পিতা বা অভিভাবকের গৃহে পুত্রের বিবাহের প্রস্ড়াব নিয়ে বিবাহ আলাপে যাওয়ার পর এ বিষয়ে চূড়ান্ড়ফয়সলা না হওয়া অবধি (লামেই ন দিলে) অপর কোন দ্বিতীয় পক্ষ ঐ গৃহে বিবাহ আলাপ নিয়ে হাজির হতে পারেন না। একে 'সাঙু দুওর বন গরানা' বলে। যদি কেউ এই বিধি ভঙ্গ করেন তাহলে দ্বিতীয় পক্ষের অভিভাবককে সমাজ অর্থদ" দ"িত করে থাকেন।
৫.১৮.৩। 'তিনপুর' অনুষ্ঠানে 'মদ্যপিল্যাং' পাত্র পক্ষ থেকে গ্রহণের পর কন্যার পিতা কোন কারণে মেয়ের বিয়ে দিতে অসম্মত বা অপারগ হন, তখন বরকর্তার আপত্তিক্রমে সামাজিক বিচারে কন্যার পিতাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে দোষী সাব্যস্ড় করে কন্যা দেখতে আসার সম্পূর্ণ খরচের হিসেব সহ বরকর্তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 'লাজভার' আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়।
৫.১৮.৪। বিবাহের দিনক্ষণ চূড়ান্ড়রূপে ধার্য করার পর পাত্র বা পাত্রী পক্ষের পরিবারের কোন সদস্যের হঠাৎ মৃত্যু হলে সংশিণ্টষ্ট অশৌচ পরিবারের পক্ষ থেকে বিবাহ বাতিল করা হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিবাহ প্রস্ড়াব বাতিলকারী পক্ষকে বিপরীত পক্ষের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ লাজভার প্রদান করতে হবে।
৫.১৮.৫। প্রণয়ে আবদ্ধ যুবক-যুবতী পর পর চারবার 'ধেই গেলে' এবং প্রতিবারেই পঞ্চায়েত দ্বারা আনীত হয়ে সামাজিক দ"াদেশ স্বীকার করে নিলে তখন সমাজ সংশিণ্টষ্ট অভিভাবকদের অসম্মতি জ্ঞাপন সত্ত্বেও তাদের বিবাহের অধিকার স্বীকার করে নেন।
৫.১৮.৬। বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রীকে আশীর্বাদ দানের সময় 'শিগোলী তেঙা' প্রদানের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তা ইদানিংকালে কেউ কেউ অনুসরণ করেন না। তাঁরা 'শিগোলী তেঙা' ছাড়াই আশীর্বাদ দানের আবেদন জানিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে যুগবাহিত 'দাভা' টাকা আদায়ের রীতিও সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় অচল হয়ে্ এসেছে। তাঁরা এক্ষেত্রে সামাজিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে ১/২ টাকা মাত্র গ্রহণ করে থাকেন।
৫.১৮.৭। একমাত্র ধারা নং ৫.১৮.৫-এ বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া পাত্র/পাত্রীর মাতা-পিতা/উপযুক্ত অবিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই বিবাহ কার্য সম্পাদন করা যাবে না। মাতা-পিতা/উপযুক্ত অবিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পাদিত বিবাহ সমাজ অনুমোদিত বিবাহ বলে বিবেচিত হবে এবং পাত্র, পাত্রী, এই বিবাহের মূখ্য উদ্যোক্তা, অঝা ও সামালাকে দোষী সাব্যস্ড় করা হবে।

৬. সিনেলি

৬.১। সিনেলি অপরাধে বিবাহিত ও গরবা কুদুম হলে গুর"দন্ড এবং অবিবাহিত ও হেলেণ্ঢ্য কুদুম হলে কিছুটা লঘু দন্ড দেওয়া হয়।

৬.২। বিয়ের পর সম্পর্ক বিচারে কারো বিয়ে উপযুক্ত কারণে অবৈধ প্রমাণিত হলে সংশিণ্ঢষ্ট দম্পতিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয় এবং অবৈধ ভাবে একত্রে সহবাসের জন্য উভয়কে সিনেলি অপরাধে দ" দেওয়া হয়।

৬.৩। অবৈধ বিবাহের উদ্যোক্তা, সাহায্যকারী এবং বিবাহিত পুর"ষ ও মহিলার পিতৃদ্বয়কে সমভাবে দোষী সাব্যস্ড়করে অর্থদ" দেওয়া হয়।

৬.৪। অবৈধ বিবাহে পৌরহিত্যকারী অঝাকে সাহায্যকারী হিসাবে দোষী সাব্যস্ড়করে অর্থদে" দি"ত করা হয়।

৬.৫। বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা নারীর সঙ্গে বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত পুর"ষের গুপ্ত প্রণয় এবং দৈহিক মিলনের অপরাধে উভয় অপরাধীকে সিনেলি অপরাধে দি"ত করা হয়। অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে অবিবাহিতদের প্রতি কিছুটা লঘুদ" এবং বিবাহিতের প্রতি গুর"দ" দেওয়া হয়।

৬.৬। কুমারী কিংবা বিধবা স্ত্রীলোকের অবৈধ গর্ভ সঞ্চার হলে তাকে ব্যভিচার দোষে সামাজিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নারী ও পুর"ষ উভয়কে দি"ত করা হয়।

৬.৭। বলাজুর ব্যতিরেকে অবৈধ গর্ভ সঞ্চারের জন্য দায়ী বলে কাউকে সনাক্ত করা না গেলে সেক্ষেত্রে অবৈধ গর্ভবতী স্ত্রী লোকটি একাই দ" প্রাপ্ত হয়। বলাজুরের ফলে গর্ভবতী হলে গর্ভবতী স্ত্রীকে দ" দেওয়া হয় না।

৬.৮। বলাজুর ব্যতিরেকে অবৈধ গর্ভ সঞ্চারের জন্য কোন পুর"ষকে দোষী বলে অভিযুক্ত করা সত্বেও তা প্রমাণ করা না গেলে, মিথ্যা অভিযোগ এনে লজ্জা দেওয়ার জন্য সংশিণ্ঢষ্ট ব্যক্তিকে 'লাজভার' দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বলাজুরের অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণ করা না গেলেও লাজভার দিতে হয় না।

৬.৯। কোন পুর"ষ কিংবা স্ত্রীলোক অপর কোন পুর"ষ কিংবা স্ত্রীলোকের নামে যদি অপবাদ দিয়ে থাকে, সামাজিক আদালতে প্রমাণ করা না গেলে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য লাজভার হয়।

৬.১০। অবিবাহিত যুবক যুবতীর মনোমিলন হয়ে বিবাহের ইচ্ছায় একত্রে কোথাও পালিয়ে গেলে, পরে তাদের বিয়ে হোক বা না হোক, পলাতক সময়কালের মধ্যে অবৈধ সহবাসের দায়ে উভয়কেই সিনেলি শাস্ড়িদেওয়া হয়।

৬.১১। মেয়ের বাপের অমত থাকলে বিবাহের ইচ্ছায় পালিয়ে যাওয়া যুগলের বিয়ে হতে পারে না। সামাজিক বিধিমতে তখন মেয়েটাকে পিতার কাছে ফেরত দিতে হয়। এ ভাবে ঐ একই পলাতক যুগলকে আদালতে সোপর্দ করে পিতা তার নিজ মেয়েকে তিন বার ফেরত নিতে পারবে। কিন্তু ওরা যদি চতুর্থ বারের জন্য পালিয়ে যায় তখন সামাজিক আদালত তাদের মধ্যে বৈধ বিবাহের সম্পর্ক থাকলে বিবাহের অনুমতি দিয়ে থাকে।

৬.১২। পলাতক যুগলের সম্বন্ধে বা আত্মীয়তার ক্ষেত্রে না আটকালে মেয়ের বাপের মত নিয়ে উভয়ের বিয়ে হতে পারে।

৬.১৩। পলাতক যুগলের মধ্যে 'গরবা কুদুম' অর্থাৎ বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ সম্পর্ক হলে কিছুতেই তাদের

মধ্যে বিয়ে হতে পারবে না।

৬.১৪। জারজ সন্ড়ান সমাজে আশ্রয় লাভ করে। তাকে জারজ বলে আখ্যায়িত করার অধিকার কারোর নেই।

৬.১৫। নিষিদ্ধ সম্পর্কযুক্ত পলাতক যুগলের আত্মগোপনের সময়ে কিংবা নিষিদ্ধ সম্পর্কে বিবাহিতদের মামলা চলাকালে তাদের মধ্যে কোন সন্ড়ান জন্ম নিলে, সামাজিক বিচারে অপরাধী যুগলের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে ঐ সন্ড়ান মায়ের হেফাজতে থেকে সমাজেই আশ্রয় লাভ করে।

৬.১৬। একই নারীর সঙ্গে একাধিক পুর"ষ যৌন অপরাধে লিপ্ত বলে প্রমাণিত হলে প্রত্যেক পুর"ষকে সমাহারে ও উক্ত অভিযুক্তা নারীকে নির্ধারিত হারে সমাজ দ" দিয়ে থাকে ।

৬.১৭। গরবা কুদুমের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য সংশিণ্ঢষ্ট ব্যক্তিকে সমাজ দন্ড দিয়ে থাকে।

৬.১৮। পলাতক যুগলের সাহায্যকারী ব্যক্তিকে (নারী কিংবা পুর"ষ) সমাজ দ" দিয়ে থাকে ।

৬.১৯। আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের পর বিচ্ছিন্ন স্বামী ও স্ত্রী পুনরায় জদন না করা অবস্থায় সহবাস করলে উভয়ে যথা নিয়মে দ" পাবে।

৬.২০। ভাগ্নে বৌ, পুত্রবধু, ভ্রাতৃবধু এবং বড় বোনকে স্পর্শ করা সামাজিক প্রথামতে নিষিদ্ধ। প্রহার করা দূরে থাক, স্পর্শ করার অভিযোগে সংশিণ্ঢষ্ট ব্যক্তিকে অর্থদে" দি"ত করা হয়। এমন কি অপরাধের গুর"ত্ব অনুসারে তাকে ব্যভিচার দোষেও দ"নীয় করা যেতে পারে।

৬.২১। সিনেলি আসামীদের বিবাহ তাদের সিনেলি মোকদ্দমা শেষ না হওয়া পর্যন্ড়পরস্পরের মধ্যে বা অন্য কারো সাথে হতে পারে না।

৬.২২। ধরি নেজানা, ধেই জানা, ব্যাভিচার বা অন্য কোন প্রকারে মেয়ে গর্ভবতী হলে এবং সংশিণ্ঢষ্ঠ পুর"ষের সঙ্গে তার বিয়ে হতে না পারলে তার গর্ভকালীন অবস্থায় দেখা-শোনার যাবতীয় খরচ ও উক্ত সন্ড়ানের ১৮ বছর পর্য্যন্ড়ভরণ-পোষনের খরচ সংশিণ্ঢষ্ঠ পুর"ষ দিতে বাধ্য থাকবে।

৬.২৩। অচাকমার সঙ্গে সিনেলি গরবা-কুদুমের সঙ্গে সিনেলির সমপর্যায়ের ধরা হবে।

৭. ছাড়াছাড়ি

৭.১। নিম্নলিখত কারণগুলি উত্থাপন করে স্বামী/স্ত্রী সামাজিক পঞ্চায়েতের নিকট ছাড়াছাড়ির জন্য আবেদন করতে পারেন।

৭.১.১। দাম্পত্য জীবনে স্বামী বা স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি আচরণ বা কর্তব্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে অবহেলা করেন।

৭.১.২। তিনবারের অধিক যদি স্বামী বা স্ত্রী পরপুর"ষ/পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচারী/ব্যভিচারিনী প্রমাণিত হন।

৭.১.৩। প্রতিনিয়ত স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক শারিরীক বা মানসিক নির্যাতন হলে।

৭.১.৪। স্বামী বা স্ত্রী শারিরীক মিলনে অসমর্থ হলে।

৭.১.৫। স্বামী বা স্ত্রী ধর্মান্ড়রিত হলে।

৭.১.৬। স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞাত রেখে অন্যত্র চলে গিয়ে ১২ মাস অতিক্রান্ড়হলে।

৭.১.৭। স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে জ্ঞাত করে অন্যত্র গিয়ে নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে ১২ মাসের মধ্যে কোন প্রকার যোগাযোগ না রাখলে।

৭.১.৮। স্ত্রী বা স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বিবাহ করলে।

৭.১.৯। স্ত্রী বা স্বামীর যদি জঘন্য অপরাধের জন্য ৭ বছর বা তদুর্দ্ধ সময়ের জন্য কারাদন্ড হয় তবে এক পক্ষ এক তরফা ভাবে ছুরকাগোচ দাবী করতে পারে।

৭.১.১০। স্ত্রী বা স্বামীর যদি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভান্ড়েবা সাধুমা হয় তবে এক পক্ষ এক তরফা ভাবে ছুরকাগোচ দাবী করতে পারে।

৭.২। উপরোক্ত ৭.১.১ নং থেকে ৭.১.৭ নং ধারা মোতাবেক আবেদন গ্রাহ্য হয়ে প্রমাণিত হলে পঞ্চায়েত ছাড়াছাড়ির নির্দেশ দিতে পারেন অথবা অপরাধী পক্ষকে হুঁসিয়ারী/পরামর্শ/মুচলিকা আদায় করে পঞ্চায়েত পুনরায় সহ-অবস্থানের নির্দেশ দিতে পারেন। প্রয়োজনে অপরাধী পক্ষকে ৭ থেকে ১৫ দিন পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্দেশিত উপযুক্ত অবিভাবকের তত্বাবধানে অবস্থানের আদেশ দেওয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে অপরাধী পক্ষ উপযুক্ত জিম্মাদার বা অভিভাবক সহ পঞ্চায়েত সমক্ষে উপস্থিত হয়ে ছাড়াছাড়ির আবেদন প্রত্যাহার করে নিতে পারে।

৭.৩। অপরাধ প্রমাণিত হলেও সম্ভব স্থলে ছাড়াছাড়ি বা ছুরকাগজ প্রদানের জন্য সহসা অভিমত দেওয়া পঞ্চায়েতের বাঞ্ছনীয় নয়।

৭.৪। ছাড়াছাড়ি ক্ষেত্রে সন্ড়ন ও সম্পত্তির অধিকার ঃ

৭.৪.১। স্ত্রী অপরাধী সাব্যস্ড়হয়ে ছাড়াছাড়ি হলে সন্ড়ন বন্টনের ক্ষেত্রে স্বামীর অভিমতই প্রাধান্য পাবে। তবে চূড়ান্ড়সিদ্ধান্ড়নেবে পঞ্চায়েত।

৭.৪.২। স্বামী অপরাধী সাব্যস্ড়হয়ে ছাড়াছাড়ি হলে সন্ড়ন বন্টনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অভিমত প্রাধান্য পাবে। তবে চূড়ান্ড়সিদ্ধান্ড়নেবে পঞ্চায়েত।

৭.৪.৩। স্বামী স্ত্রী উভয়ের সহমতের ভিত্তিতে ছাড়াছাড়ি হলে সন্ড়ন বন্টনের ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের উর্দ্ধসীমার সন্ড়ানগণের মতামত যাচাই এর ভিত্তিতে বন্টন হবে। তবে মতামত যাচাই এর দায়িত্বে থাকবেন পঞ্চায়েত। উলেণ্টখ্য যে, কোন পক্ষই উপহার, দান, প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে সন্ড়নগণকে প্রভাবিত করতে পারবেন না।

৭.৪.৪। ৭ বৎসরের কম বয়ঃসীমার সন্ড়নগণের বন্টনের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের উপর থাকবে। উলেণ্টখ্য যে যদি স্ত্রীর নিকট ৭ বৎসর পূর্ণ হওয়া অবধি সন্ড়ন প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় তবে স্বামীকে তাদের ভরণ-পোষণের জন্য নির্ধারিত হারে মাসোহারা দিতে হবে। স্বামী মাসোহারা দিতে অক্ষম হলে পরবর্তীতে ঐ সন্ড়নগণের প্রতি পিতার দাবী গ্রাহ্য হবে না।

৭.৪.৫। ছারাছারি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে একমাত্র বৌলি সামগ্রীগুলি স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। বিয়ের সময় বা পরবর্তীকালে স্ত্রী বা স্বামীকে কণে/বর পক্ষ থেকে প্রদেয় সামগ্রী বা সম্পত্তি, নগদে বা সামগ্রীতে কনেকে তার পিতা, মাতা বা কুটুম্ব দ্বারা বা অন্য কারো দ্বারা দান বা উপহার অথবা অন্য যে কোন প্রকারে বিশেষভাবে কণের জন্য দেওয়া বা তৈয়ার করা সামগ্রীও স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭.৪.৬। ৭.৪.১ নং ধারা অনুসারে ছাড়াছাড়ি হলে স্ত্রী শুধু বিয়ের সময়ে প্রদত্ত বৌলি সামগ্রীগুলি পাবে। কিন্তু স্ত্রীর অংশের সন্ড়নগণ উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে স্বামীর অংশের সন্ড়নদের সঙ্গে সমহারে সম্পত্তির অধিকারী হবে।

৭.৪.৭। ৭.৪.২ নং ধারা অনুসারে ছাড়াছাড়ি হলে মোট যৌথ সম্পত্তির ২৫ শতাংশ স্ত্রী পাবে। এছাড়াও

স্ত্রীর অংশের সন্ড়নগণ উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে সম্পত্তির অধিকারী হবে।

৭.৪.৮। ছাড়াছাড়ির ক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী উভয়ের দোষ সমান হলে যৌথ সম্পত্তিগুলি সমানভাবে ভাগ হবে। এছাড়াও স্ত্রীর অংশের সন্ড়নগণ উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে সম্পত্তির অধিকারী হবে।

৭.৪.৯। স্বামী বা স্ত্রী যার দোষেই বিবাহ বিচ্ছেদ হোক না কেন স্ত্রী পুনর্বিবাহ না করা পর্যন্ড়স্বামী তার মোট আয়ের ১৫% স্ত্রীকে খোরপোষ হিসেবে দিতে হবে। যদি কোন সন্ড়ন নাবালক থাকে তবে এর অতিরিক্ত পঞ্চায়েত দ্বারা নির্ধারিত হারে ভরণ পোষণের জন্য মাসোহারা স্বামীকে দিতে হবে।

৮. উত্তরাধিকার প্রথা

৮.১। যদি কেহ স্থাবর-অবস্থাবর সম্পত্তি রেখে পরলোক গমন করেন তাহলে স্ত্রী ও পুত্রগণ ১ অংশ করে, অবিবাহিতা কন্যাগণ দুই ভাগের এক অংশ করে এবং বিবাহিতা কন্যাগণ চার ভাগের এক অংশ করে পাবেন (4 : 2 : 1)। যেমন স্ত্রী ও পুত্রগণ ৪ কানি করে ভূ-সম্পত্তি পেলে অবিবাহিতা কন্যাগণ ২ কানি করে এবং বিবাহিতা কন্যাগণ একখানি করে পাবেন। স্ত্রী পুনর্বিবাহ করলে তার প্রাপ্য সম্পত্তিতে তার অধিকার লোপ পাবে।

৮.২। স্ত্রী পরলোকগত হলে স্ত্রীর যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হবেন স্বামী। স্বামী যদি আগেই মৃত হয় তবে ৮.১ নং ধারা অনুসারে সম্পত্তি বন্টিত হবে। পুত্র-কন্যাহীন অবস্থায় মারা গেলে মৃত স্ত্রীর আপন ভাই, তার অবর্তমানে পিতা, পিতার অবর্তমানে নিজ জেঠা ও কাকা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

৮.৩। ভূ-সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে পুষ্করিনী, বাস্ড়ভিটা পুত্র সন্ড়নগণের অংশের আওতাভুক্ত থাকবে। যদি পুত্র সন্ড়নগণের মধ্যে পুষ্করিনী ও বাস্তু ভিটা বন্টনে বিরোধ থাকে তাহলে মূল্যমান নির্ধারণক্রমে বন্টিত হবে।

৮.৪। যদি প্রত্যেক পুত্রই পুষ্করিনী ও বাস্তু ভিটা দাবী করে এবং মূল্যমালের ভিত্তিতেও জমি বন্টনে অস্বীকৃত হয় তাহলে পঞ্চায়েত অবস্থা বিবেচনার মাধ্যমে বন্টন করে দেবেন।

৮.৫। বাস্ড়ভিটা ও পুষ্করিনী ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি না থাকলে আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে ৮.১ নং ধারা মোতাবেক বন্টিত হবে।

৮.৬। বিবাহিত কন্যাগণকে তাদের প্রাপ্য পিতৃ সম্পত্তির অংশের অর্থমূল্য দিয়ে ঐ সম্পত্তি পুত্রগণ রাখতে পারেন।

৮.৭। পিতার মৃত্যুর পূর্বে কোন ছেলের মৃত্যু হলে, শেষোক্ত ব্যক্তির ছেলেরা প্রথমোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে তাদের পিতার প্রাপ্য অংশ লাভ করবে।

৮.৮। উম্মাদ বা চিররুগ্ন ব্যক্তি তার অপর ভাইদের সঙ্গে সমান অংশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে।

৮.৯। কারও অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হলে মৃতের সহোদর ভাই তৎ ত্যজ্য বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

৮.১০। কারও অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হলে মৃতের সহোদর ভাই কিংবা পিতা মাতা অবর্তমানে মৃতের সহোদরা ভগ্নি যাবতীয় সত্বে স্বত্ববান হয়ে তৎ ত্যজ্য বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

৮.১১। অবৈধ সন্ড়ন উত্তরাধিকারী হতে পারে।

৮.১২। ত্যজ্য পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না।

৮.১৩। মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকে, তবে সকল স্ত্রীর সন্ড়নগণ পিতার সম্পত্তির সমান অংশের উত্তরাধিকারী হবে।

৮.১৩। প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনসন,গ্র্যাচুইটি এবং জীবন বীমা ইত্যাদি থেকে উদ্ভুত সুযোগ সুবিধা পূর্ব্বে কোন উত্তরাধিকার প্রথার আইনে পরেনা, যেহেতু এগুলো নিজস্ব বিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে সংশিণ্ঢষ্ঠ তহবিল নিয়ন্ত্রণ বিধি মোতাবেক মৃত ব্যক্তি কোন কার্য্যকরী বন্টন ব্যাবস্থা রেখে না গেলে সেক্ষেত্রে প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে ভিন্নতর ব্যাবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৮.১৪। যে কোন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় স্বইচ্ছায় তার নিজ মালিকী সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশবিশেষ তার এক বা একাধিক ব্যাক্তি, সংস্থা বা ট্রাস্টকে দান করতে পারে।

৮.১৫। পিতামাতার প্রতি সন্ড়্রনগণের স্বাভাবিক কর্তব্য অবশ্যই পালনীয়। যদি কোন পুত্র/কন্যা তার পিতা/মাতার প্রতি স্বাভাবিক কর্তব্যে অবহেলা করে তবে তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে। যদি বৃদ্ধ পিতা/মাতা পুত্র/কন্যার কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ করে তাহলে পঞ্চায়েত পুত্রের অর্জিত সম্পত্তির কিয়দংশ পিতা/মাতাকে দিয়ে দিতে পারে বা নির্ধারিত হারে মাসিক ভাতা প্রদানে বাধ্য করতে পারে।

৮.১৬। কোন পুত্র সন্ড়্রন না থাকলে কন্যারা/জামাতারা পিতা/মাতার ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য থাকবে।

৮.১৭। অচাকমার সঙ্গে কন্যার বিয়ে হলে চাকমা হিসেবে তার সকল অধিকার হারিয়েছে বলে ধরা হবে এবং তার এস.টি. সার্টিফিকেটটি বাজেয়াপ্ত করা হবে। প্রয়োজনে সংশিণ্ঢষ্ঠ পঞ্চায়েত এই ধারা বলবৎ করার জন্য মহকুমা শাসকের কাছে আপীল করতে পারে।

৮.১৮। অচাকমার সঙ্গে বিবাহিত কন্যা পিতা/মাতার/অবিভাবকের উইল সাপেক্ষে অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারলেও কোন অবস্থাতেই স্থাবর সম্পত্তির অর্থাৎ ভূমির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। এই ধারা লংঘন করে কোন অবিভাবক যদি উইল করে থাকে তবে তা পঞ্চায়েত কর্তৃক বাতিল বলে ঘোষিত হবে।

৮.১৯। ত্যাজ্য পুত্র/কন্যার কোনপ্রকার পিতৃসম্পত্তির দাবীগ্রাহ্য হবে না। তবে ত্যাজ্য ঘোষণার পক্ষে জোড়ালো কারণ থাকতে হবে যা পঞ্চায়েত বিবেচনা করবে এবং ত্যাজ্য ঘোষণায় পঞ্চায়েতের সম্মতি আবশ্যক।

৯. মরন সুধোম

৯.১। কোন চাকমার মৃত্যু হলে আত্মীয় পরিজন এবং প্রতিবেশীগণ তাৎক্ষনিক মৃত ব্যক্তির আত্মার বিদায় সংবর্ধনা বা সম্মান প্রদর্শনার্থে তোপধ্বনি করেন। এরপর আত্মীয়, পাড়া প্রতিবেশীগণ সমবেত হয়ে মরদেহ স্নান করিয়ে সামম্রেং/সামাইন ঘরে আত্মীয় পরিজনদের দর্শনার্থে শায়িত রাখা হয়। মৃতের গৃহদ্বারে আলস্যা/আইল্যে জ্বালানো হয়। দূরবর্তী আত্মীয়গণ শেষবারের মত দেখার জন্য প্রয়োজনে দাহকর্ম দু'একদিন পরও করা হয়। মৃতদেহ দু'-একদিন রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সম্ভব হলে প্রতি রাত্রে ধর্মীয় সংকীর্তন করা হয়।

৯.২। বুধবারে দাহকর্ম নিষিদ্ধ।

৯.৩। দ্বি-প্রহরের পূর্বে মরদেহ দাহকর্মের জন্য চবাশালে নেয়া হয় না।

৯.৪। কুষ্ঠরোগ বা কলেরায় আক্রান্ড়হয়ে মৃত্যু হলে অথবা ভাত-ন-ধচ্যে গুরো মারা গেলে গারানা বিধেয়।

৯.৫। মরদেহ নতুন সাদা কাপড়ের হবং বেঁধে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। আত্মীয় পরিজনগণ

কুদুম সম্পর্কে বড় হলে আশীর্বাদ দিয়ে এবং ছোট হলে আর্শীবাদ নিয়ে 'বুগ কড়ি/বুগ তাঙা' প্রদান করেন। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে মুখে একটি ধাতব মুদ্রা (মুঅতাঙা) দেবার রীতি প্রচলিত আছে।

৯.৬। দাহকর্মের দিন শ্মাশানে নিয়ে যাবার আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু আমন্ত্রণ করে আনা হয়। মরদেহ সামনে রেখে উপস্থিত সকলকে ভিক্ষু কর্তৃক পঞ্চশীল ও ধর্মদেশনা প্রদান করা হয়। এরপর মরদেহকে সাম্রেং/সামাইন ঘর হতে আলঙে সমস্থাপিত করে ঘরের বাইরে আনা হয় এবং জেদা মরা ফারক করা হয়। সাথে সাথে বাদ্যযন্ত্র সহকারে বৌদ্ধ সংকীর্তনের মাধ্যমে শবদেহ নিয়ে শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করা হয়। মরদেহ বহনকারীদের পেছনে এক ব্যক্তি খই ছিটিয়ে ছিটিয়ে শ্মশান পর্যন্ড়যান।

৯.৭। শ্মাশানে রূবোকুর নির্মাণ করা হয়। মরৎ (পুরুষ) হলে পাঁচ পলণ্ঢা ও মিলে (মহিলা) হলে সাত পলণ্ঢা এবং মরৎ হলে পাঁচ বার মিলে হলে সাতবার রূবোকুর/রূবাকু' প্রদক্ষিণ করে আলং সমেত মরদেহ রূবোকুরে স্থাপন করা হয়। চান্দোকানি/চান্দাল কানি মরদেহের বক্ষ বরাবর উপরে সংস্ড়াপিত হয়। তারপর এক ব্যক্তি মৃতের মুখ হাত ধূয়ে দিয়ে কিছু ভাত মুখে দিয়ে দেয় (অবশিষ্ঠ ভাতগুলি 'ভাতমোজা' করে রূবকুরে দেওয়া হয়), দাঁত ভেন্দেনী কাঠি দিয়ে দাঁত ভিন্দেই দেয় এবং মাথায় তৈল মেখে দিয়ে চুল আঁচরিয়ে দেয়।

৯.৮। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিকে পা ও উত্তরমুখী মাথা করে রূবোকুরো তোলা হয়। প্রাচীনকালে আনক্যে মহিলাদের ক্ষেত্রে পশ্চিমদিকে মাথা করে রূবোকুরে শোয়ানোর রীতি ছিল।

৯.৯। এরপর মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা সর্ব প্রথম রূবোকুরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে শ্মাশানে উপস্থিত অন্যান্যরা আগুন ধরিয়ে দেন। যিনি প্রথমে আগুন ধরিয়ে দেবেনঃ-

৯.৯.১। মৃত ব্যক্তি যদি বাবা অথবা মা হন তাহলে জৈষ্ঠ্য ছেলে।

৯.৯.২। মৃত ব্যক্তি স্বামী হলে স্ত্রী এবং স্ত্রী হলে স্বামী।

৯.৯.৩। মৃত ব্যক্তি পুত্র বা কন্যা হয় তবে পিতা অথবা মাতা।

৯.৯.৪। মৃত যদি ভাই বা বোন হয় এবং মৃত ব্যক্তির পিতা বা পুত্র না থাকে তাহলে ভাই।

৯.৯.৫। পিতা মাতা ভাই বোন স্বামী স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে একজন গোষ্ঠীভুক্ত কাকা অথবা কাকাতো ভাই।

৯.৯.৬। ৯.৯.১ থেকে ৯.৯.৫ ধারায় উলেণ্ঢখিত কেউ না থাকলে এবং গোষ্ঠীভুক্তও কেহ না থাকলে আদাম্যা পাড়াল্যা।

৯.১০। বাড়ী থেকে মৃতদেহ শ্মাশানে নিয়ে যাবার পরেই ঘরদোর পরিষ্কার লেপা মোছা করে তিদে তোন রাঁধা হয় এবং শ্মাশান ফেরৎ প্রত্যেককে দেয়া হয়। দাহকর্মের দিন সন্ধ্যায় একটি নতুন মাত্যা তবায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক ধ' চাউল রাঁধা হয়।

৯.১১। দাহকর্মের পরদিন সকালে চিতায় গিয়ে হারভাজা অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন মৃত ব্যক্তির পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত যে কোন জন। হারভাজানোর পর মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্ড়্রনগণ মাথা মুড়োয়।

৯.১২। হারভাজা দিন সহ সাত দিনের দিন সাধারণত সাধ্বিণ্যে অনুষ্ঠান আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীর সহায়তার সম্পন্ন করা হয়। সাত দিনের দিন অনুষ্ঠান সম্পাদনের অসুবিধা থাকলে ৯, ১১, ১৩ দিনের মাথায়ও এই অনুষ্ঠান করা যায়। তাও সম্ভবপর না হলে শ্মাশানে আকবারা পই দিতে হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সাধ্বিণ্যে অনুষ্ঠান সম্পাদন করতেই হয়।

৯.১৩। সাধ্বিণ্যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে নিম্নলিখিত সুদোম অনুসরণ করা হয়।

৯.১৩.১। ন্যূনতম একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে সাধ্যমত দান, পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্মদেশনা শ্রবণ করা হয়। সম্ভব হলে ভিক্ষুসংঘকে আমন্ত্রণ করে সংঘদান। বিভিন্ন দান কর্ম করা হয় এবং পাড়া প্রতিবেশীদের ভোজন করানো হয়।

৯.১৩.২। মৃত ব্যক্তির প্রতি আদারা পই গঝানা ও তাঙোন/থাঙোইন উড়ানো হয়।

৯.১৩.৩ সন্ধ্যায় হাজার বাত্তি প্রজ্জ্বলন, ফদনা উড়ানো এবং পরদিন বুদ্ধমন্দিরে সিয়ং দান করা হয়।

৯.১৪। পুত্র সন্ড়্নগণ মাতৃ/পিতৃ ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে সাত/নয় দিন চামিনী হয়ে মন্দিরে অবস্থান করেন।

৯.১৫। সম্ভ্রান্ড় বিত্তবান এবং প্রথিত যশা ব্যক্তির মৃত্যু হলে আত্মীয় পরিজন এলাকাবাসীগণ সম্ভব স্থলে গাড়ীটানার উদ্যোগ গ্রহণ করলে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজনে মরদেহ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মমি করে রাখা হয়। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ড়হলে গাড়ীটানার তারিখ নির্ধারণ করে মহাসমারোহে গাড়ী টানা হয়। এবং ঐ দিন দাহ কর্ম সম্পন্ন করা হয়।

৯.১৬। কোন মৃত ব্যক্তিকে গারানার প্রয়োজন হলে বা গারানার সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা হলে শ্মাশানে মরদেহ নিয়ে যাবার পূর্বে বৌদ্ধভিক্ষুকে ফাং করে এনে সমবেত আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণ পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্মদেশনা শ্রবণ করে মরদেহের সাথে মরা-জেদা ফারক করে চবাশালে নিয়ে যাওয়া হয়। পাঁচ ছয় হাত গভীর গর্ত খুঁড়ে মরদেহ সমাহিত করা হয়। প্রথম মাদি চেং দেওয়ার ক্ষেত্রে ৯.৭. থেকে ৯.৭. নং ধারা প্রযোজ্য।

৯.১৭। কবর অভ্যন্ড়র থেকে মরদেহের বক্ষ বরাবর একুটি ফুন্দুরী চুমো সংস্থাপিত করা হয়। মাটি চাপা দেওয়ার পর কবরের দৈর্ঘ ও প্রস্থ বরাবর মরৎ হলে পাঁচ জোড়া এবং মিলে হলে সাত জোড়া করে চিদে কেইম দিয়ে দিতে হয়।

১০. ধর্মীয় বিধি

১০.১। ধর্মের পরিহানির বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ধর্মের ক্ষতিকারক কোন কর্ম করলে তাকে বিরত করা।

১০.২। কোন ভান্ড়েবা মোনজেঙকে অপমান করা যাবে না।

১০.৩। বুদ্ধমূর্তি ও ধর্মস্থান কলুষিত করা যাবে না।

১০.৪। বুদ্ধ পূর্ণিমা ও বিঝুর তিন দিন ক্ষেত/কৃষি/চাকুরি বা তদ্র"প কাজ করা থেকে বিরত থাকা। প্রাচীন কাল থেকে বুদ্ধপূর্ণিমা ও বিঝুর সময় সাধারণতঃ কোন গৃহস্ড়বাড়ির কাজ করেন না। কেউ করলে তাকে কোন প্রকার শাস্ড়ি দেওয়া হয় না, তবে সমাজ তাকে নিন্দার চোখে দেখে।

১০.৫। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে, কিয়োঙে, ধর্মীয় দেশনা বা সংকীর্তনের আসরে মদমত্ত অবস্থায় যাওয়া নিষিদ্ধ।

১০.৬। বুদ্ধমেলার প্রাঙ্গনে বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চত্বরে জুয়াখেলা, মদ্যপান, মাদক দ্রব্য বিক্রয়, পশুহত্যা ইত্যাদি ধর্মীয় আচরণ বিরোধী কর্ম করা যাবে না।

১০.৭। আদাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্যের দ্বারা বৎসরে ন্যূনতম একদিন কিয়োঙ উন্নয়নের কাজে শ্রমদান করা আবশ্যক।

১০.৮। প্রত্যেক দায়ক পরিবার থেকে পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্ধারিত হারে পালা সিয়োং (পরিবর্তে সমমূল্যের অর্থ) প্রদান করা উচিত।

১০.৯। 'পালা সিয়্যাং' দেওয়া গৃহস্ড়ের নৈতিক কর্তব্য। তবে কেউ নিতান্ড়অপারগ হলে পঞ্চায়েত সভায় আলোচনাক্রমে তাকে রেহাই দেওয়া হয়।

১১. সাধারণ কয়েকটি সামাজিক বিশ্বাস

১১.১। ঘরের উঠানে বা ঘরের চালের সাথে যুক্ত বা যাতায়াতের পথে কাপড় শুকানোর বাঁশ কিংবা দড়ি টাঙানো থাকলে তার নীচ দিয়ে যাতায়াত করা অশুভ। কারণ তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। পুর"ষ কোন কিছুতেই মাথা নোয়াবে না, এটাই চাকমাদের সাধারণ নিয়ম।

১১.২। ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় পা আছড়ানো বা পা ঝারা দেওয়া গৃহস্থের অমঙ্গল মনে করা হয়। কারণ তাতে বাড়ির ভেতরের চাইতে বাইরেরটা বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এটাই প্রমাণিত হয়।

১১.৩। ঘর ঝাড়ু দেওয়ার পর দরজায় ঝাড়ু আছড়ানো উচিৎ নয়।

১১.৪। যে নারী ঘরের দরজায় চুল আঁচড়ায় বা সাজে সে অপয়া।

১১.৫। চালের শন টেনে নিয়ে বা বেড়ার তর্জা খুলে যে রমণী ওলোনশালে আগুন জ্বালায় সে রমনী চির দুঃখিনী হয়।

১১.৬। পা হেঁচড়ে বা দুম দুম করে হাঁটা কুলক্ষণ।

১১.৭। পিঁড়ায় বসে ভাতের থালা নীচে রেখে বা পায়ের উপর ভাতের থালা রেখে খাবার খাওয়া ভাল নয়।

১১.৮। ভাত খাবার সময় তর্জনীর আঙ্গুল উঁচু করে মুখে ভাত দেওয়া, জিহ্বা বের করে, চপ চপ করে, পা ছড়িয়ে খাওয়া কুস্বভাব।

১১.৯। রান্নার পর চুলার ছাই সেদিনই ফেলে দেওয়া বারণ।

১১.১০। পুড়ে যাওয়া ঘরের খুঁটি পুনর্বার গৃহ নির্মাণে ব্যবহার অকল্যাণকর।

১১.১১। কিজিঙে, ছড়া বা জুরির মাথায়, আহ্জার পাশে (যে স্থান থেকে সর্বদা লবণাক্ত জল বেরোয়), নেল চুমোর উপর (জল চলাচল করে এমন সুড়ঙ্গ), হিয়োঙের পরিত্যক্ত জায়গায়, শ্মশানে, মৃত পাগল কুকুর পুঁতে ফেলার জায়গায়, মরা পশু পুঁতে ফেলা বা ফেলে দেবার জায়গায় গৃহ নির্মাণ অমঙ্গলকর।

১১.১২। নিজ গুথির বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ঘরের সামনে কনিষ্ঠ ঘর বানাতে পারে না।

১১.১৩। সম্পর্কে বড় এমন দুই পরিবারের মাঝখানে সম্পর্কে ছোট হলে ঘর বানাতে পারে না এবং বাড়িতে শোবার ঘর বরাদ্দের সময়ও এই নিয়ম মানা হয়।

১১.১৪। পালিত মুরগী নরম ডিম পাড়া অমঙ্গলকর।

১১.১৫। ঘরের চালে চিল বা পেঁচা বসলে অমঙ্গলকর।

১১.১৬। নদীতে, ছড়ায়, গর্তে পায়খানা-প্রস্রাব করা অনুচিত।

১১.১৭। অন্যের ঘরের চালের জল নিজের ঘরে পড়া অমঙ্গল।

১১.১৮। কেউ যদি বৃদ্ধ পিতাকে বুচ্যে (বুড়া) ও বৃদ্ধ মাতাকে বুড়ি ডাকে তবে সেও তার সন্ড়ানের কাছে অবিশ্বাসী হয়।

১১.১৯। খাবার খাওয়ার সময় শত্র“কেও মারতে নেই।
১১.২০। পুর“ষ বা নারী যেই হোক না কেন নাভির নিচে কাপড় পড়া নিষিদ্ধ।
১১.২১। পুর“ষ ব্যক্তির জীবনে অবশ্যই একবার চামিনি হতে হবে।
১১.২২। চালের উপর কুকুর তুলে দেওয়া অমঙ্গল।
১১.২৩। কারো ঘর পুড়ে গেলে নিজ গুথি ছাড়া কারো গৃহে আহ্বান ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না।

১২. পালক পুজোনা/পাল্যে/পালক্যে

১২.১। কোন বিধবা বা অসহায় পরিবার কর্তৃক স্থানীয় আদাম পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে নিজ ছেলে বা মেয়েকে অপরের নিকট দত্তকরূপে সমর্পন করতে পারে।
১২.২। দত্তকরূপে পালিত সন্ড়ান পুত্র বা কন্যার“পে সমস্ড়অধিকার ভোগ করবে ও তার পালিত পিতা/মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।
১২.৩। দত্তকরূপে প্রদত্ত সন্ড়ানকে পরবর্তী সময়ে তার নিজ পিতা বা মাতা উপক্ষুক্ত কারণ ব্যতিরেকে দাবী করতে পারবে না।
১২.৪। দত্তকরূপে প্রতিপালিত সন্ড়ান তার পালক পিতার সম্পত্তির অংশ তার পালক পিতার অন্যান্য সন্ড়ানদের ন্যায় সমহারে পারে।
১২.৫। ভিন্ন সমাজ থেকে দত্তকগ্রহণ করা যাবে।
১২.৬। অচাকমা সমাজ থেকে বা পিতৃ পরিচয়হীন কাওকে দত্তকগ্রহণ করলে দত্তক সন্ড়ান পালিত পিতার গুথি হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পালিত সন্ড়ান তার প্রকৃত পিতার গুথি হিসেবে বিবেচিত হবে।
১২.৭। দত্তক পুত্র বা কন্যা তার পালিত পিতার উপাধি গ্রহণ করতে পারবে।
১২.৮। পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে ও পানি ধালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দত্তকগ্রহণ সম্পন্ন হবে।
১২.৯। দত্তক পুত্র দত্তকগ্রহণকারী পিতামাতাকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে।

১৩. সম্পত্তি কবলা

১৩.১। ইচ্ছুক পিতা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার রূপে সম্পত্তি দান কবলা সম্পাদন করে দিতে পারবে।
১৩.২। একজন ব্যক্তি অন্যূন ২৫ বৎসর বয়সে সুস্থ দেহে ও মনে সম্পত্তি দান কবালা সম্পাদন করতে পারবে।
১৩.৩। জীবিত অবস্থায় সুস্থ দেহে ও মনে পূর্বে সম্পাদিত সম্পত্তি দান কবালা উক্ত ব্যক্তি সংশোধন করতে পারবে।
১৩.৪। কোন নাবালকের বা অন্য কোন প্রকারে অসমর্থ লোকের জন্য কবলা করার বেলায় সম্পত্তির মালিকানার হস্থান্ড়রের শর্ত, সম্পত্তি পরিচালনার শর্ত বা মালিকানা পরিবর্তনসূচক শর্ত সবই পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে।
১৩.৫। একই ব্যক্তির একাধিক সম্পত্তি কবলা থাকলে যেটির তারিখ বা সময় সর্বশেষ, সেটিই গ্রাহ্য হবে এবং অপরগুলি বাতিল হবে।

১৩.৬। পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে সরকারী বিচারালয়ের বিচারপতির দ্বারা এই সম্পত্তিদান কবালা বা উইল নামা সম্পাদন করা যাবে।
১৩.৭। সম্পত্তি দান কবালার প্রতিলিপি স্থানীয় পঞ্চায়েতের আদালতে সংরক্ষণের জন্য এক কপি জমা দিতে হবে।
১৩.৮। সম্পত্তির অংশ বিশেষ উইল করা যাবে।
১৩.৯। উইলকারীর মৃত্যুর পরই কেবল এই উইলনামা কার্যকরী হবে।
১৩.১০। উইলনামাটি উইলকারী নিজহস্ড়লিখতে পারবে। অন্যজনের দ্বারা লিখিত হলে লেখকের দস্ড়খত স্বাক্ষীরূপে থাকবে।
১৩.১১। লেখক ভিন্ন কমপক্ষে তিনজনের স্বাক্ষর স্বাক্ষীরূপে উইলনামায় থাকবে।

১৪. গুর“তর অপরাধ

১৪। নি লিখিত অপরাধগুলি গুর“তর সামাজিক অপরাধ বলে বিবেচিত হবে ঃ
১৪.১। এক বা একাধিক ভান্ড়ের হত্যা।
১৪.২। এক বা একাধিক চামিনি হত্যা।
১৪.৩। পিতা/মাতা হত্যা।
১৪.৪। সহোদর ভ্রাতা/ভগিনী হত্যা।
১৪.৫। নাবালক হত্যা।
১৪.৬। এক বা একাধিক ব্যক্তি হত্যা।
১৪.৭। এক বা একাধিক ভান্ড়ের হত্যার চেষ্ঠা করা।
১৪.৮। এক বা একাধিক চামিনি হত্যার চেষ্ঠা করা।
১৪.৯। পিতা/মাতা হত্যার চেষ্ঠা করা।
১৪.১০। সহোদর ভ্রাতা/ভগিনী হত্যার চেষ্ঠা করা।
১৪.১১। কোন নাবালকের হত্যার চেষ্ঠা করা।
১৪.১২। এক বা একাধিক ব্যক্তি হত্যার চেষ্ঠা করা।
১৪.১৩। এক বা একাধিক ভান্ড়েকে আহত করা।
১৪.১৪। এক বা একাধিক চামিনিকে আহত করা।
১৪.১৫। পিতা/মাতাকে আহত করা।
১৪.১৬। সহোদর ভ্রাতা/ভগিনীবে আহত করা।
১৪.১৭। কোন নাবালককে আহত করা।
১৪.১৮। এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আহত করা।
১৪.১৯। যে কোন মহিলার উপর বলাজুর।
১৪.২০। নাবালিকার উপর বলাজুর।
১৪.২১। বিবাহিত মহিলার উপর বলাজুর।

১৪.২২। গরবা কুদুম/ নিজ গুত্থির মহিলার উপর বলাজুর।
১৪.২৩। দলবদ্ধভাবে বলাজুর।
১৪.২৪। নাবালিকা অপহরণ।
১৪.২৫। শিশু অপহরণ।
১৪.২৬। বিবাহের উদ্দেশ্যে বিবাহিত মহিলার অপহরণ।
১৪.২৭। গরবা কুদুম/ নিজ গুত্থির মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে অপহরণ।
১৪.২৮। নাবালিকার শ্লীলতাহানি।
১৪.২৯। বিবাহিত মহিলার শ্লীলতাহানি।
১৪.৩০। গরবা কুদুম/ নিজ গুত্থির মহিলার শ্লীলতাহানি।
১৪.৩১। দলবদ্ধভাবে শ্লীলতাহানি।
১৪.৩২। সচেতন বা অচেতন অবস্থায় বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোন মহিলার নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন ফটো বা ভিডিওগ্রাফি।
১৪.৩৩। ডাকাতি।
১৪.৩৪। কারোর সম্পত্তি হানি।
১৪.৩৫। হিয়োঙের বা হিয়োঙের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন।
১৪.৩৬। অস্ত্র ব্যাবসা।
১৪.৩৭। মানব ব্যাবসা।

১৫. নানাবিধ

১৫.১। যে কোন একটি পারিবারের অনুষ্ঠান চাকমা সমাজেএখনো গোটা সমাজের অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। তাই যে কোন পরিবারে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্য করা অবশ্য পালনীয় একটি কর্তব্য বলে প্রত্যেক চাকমা গৃহস্থ মনে করে। ভাতমোজা দেনা, মালেয়ে দাগানা ইত্যাদি প্রথাও তারই দৃষ্টান্ত।

১৫.২। জুয়াখেলা ও বেশ্যাবৃত্তি সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ।

১৫.৩। মাদক ব্যাবসা সমাজে নিষিদ্ধ। তবে পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যাবহারের প্রয়োজনে মদ তৈরী করা যাবে।

১৫.৪। 'গৃহস্থালি শান্তিভঙ্গ' (অর্থাৎ কোন দম্পতির বিবাহিত জীবনে বাধা সুষ্টি করে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া) চাকমা সমাজে বিশেষ অপরাধ রূপে স্বীকৃত। 'গৃহস্থালি শান্তিভঙ্গ' নানা প্রকারের হতে পারে। যথা -

১৫.৪.১। বিবাহিত দম্পত্তির কারোর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে।

১৫.৪.২। বিবাহিত দম্পত্তির কারোর সম্পর্কে কোন মিথ্যা অপবাদপ্রচারের দ্বারা দম্পত্তির মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি করে।

১৫.৪.৩। নব-দম্পত্তির কাউকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে প্ররোচিত করা ইত্যাদি।

১৫.৫। যদি অন্য কোন অচাকমা সমাজে চাকমা সমাজের কোন ব্যক্তি অপরাধ করে এবং ঐ অচাকমা সামাজিক পঞ্চায়েত চাকমা সমাজের সহযোগিতা কামনা করে তাহলে সংশ্লিষ্ট আদাম পঞ্চায়েত অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে ঐ সমাজের বিচার সভায় উপস্থিত করাবেন এবং তাদের সামাজিক বিধান মতে বিচার কার্য সমাপনে সহায়তা করবেন।

১৫.৬। অচাকমা কোন ব্যক্তি চাকমা সমাজে অপরাধে অভিযুক্ত হলে সামাজিক পঞ্চায়েত অভিযুক্ত ব্যক্তির সামাজিক সহায়তা নিয়ে চাকমা সামাজিক বিধান মতে বিচারের নিষ্পত্তি করবে।

১৫.৭। কোন বিষয়ে বিচার চলাকালীন সময়ে প্রমাণের সূত্র পাওয়া না গেলে পঞ্চায়েত শপথ নেওয়াতে পারে। যাকে শপথ নেওয়াতে হবে ঐ ব্যক্তির প্রতিপক্ষের শপথ নেওয়ানোর অধিকার থাকবে।

১৫.৮। সামাজিক বিচার সভায় মদ পান করে অসংলগ্ন ও উশৃঙ্খল আচরণ করা নিষিদ্ধ।

১৫.৯। পঞ্চায়েত অবমাননা করা একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।

১৫.১০। কোন বিষয়ে বা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট আদাম পঞ্চায়েতের হার্বারি বা কোন সদস্যের নিকট নির্ধারিত আবেদন ফিস জমা দিয়ে অভিযোগ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে আবেদন ফিস সংশ্লিষ্ট আদাম পঞ্চায়েতের বিবেচ্য।

১৫.১১। অপরাধী সাব্যস্তব্যক্তিকে কাছারী খরচ বাবদ নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। কোন বিচার সভায় বাদী বিবাদী উভয়েই দোষের ভাগীদার হলে কাছারী খরচ পঞ্চায়েত বিবেচনা ক্রমে উভয়ের মধ্যে বন্টনের মাধ্যমে আদায় করবেন।

১৫.১২। বিচার নিষ্পত্তির পর নির্দিষ্ট ফিসের বিনিময়ে বাদী/বিবাদী উভয়কেই বিচারকালীন লিখিত নথির একটি কপি অবশ্যই দিতে হবে।

১৫.১৩। কোন বিচার নিষ্পত্তির পর যদি কোন পক্ষ উর্ধতন পঞ্চায়েতে আপীল করেন তাহলে নির্ধারিত হারে আপীল ফিস দিতে হবে।

১৫.১৪। পঞ্চায়েত কর্তৃক আবেদনকারীকে ফিসের রসিদ দিতে হবে।

১৫.১৫। এক-গরোণী বা ফারক গরোণী ও তান্ত্রিক উপায়ে কারোও কোন অনিষ্ট সাধন করা সামাজিক অপরাধ।

১৫.১৬। সমাজের মালিকানাধীন কোন সম্পদ যেমন বিদ্যালয়, হিয়োঙ, বাজার, রাস্তাঘাট, নদী, বন, চবাশাল, সেতু, বট বৃক্ষ, বিদ্যুতের তার ও খুঁটি, সরকারী জলের পাইপ ও পয়েন্ট ইত্যাদির ক্ষতিসাধনও অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

১৫.১৭। গ্রামের কেউ মারা গেলে ঐ মৃত ব্যক্তির সাধিন্যে সম্পন্ন করার জন্য পরিবার পিছু ন্যুনপক্ষে ১ কে. জি. চাউল এবং পঞ্চায়েত দ্বারা নির্ধারিত হারে অর্থ সাহায্য দান করা হয়।

১৫.১৮। কারোর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেলে একাধিক ধারায় তার বিচার পরিচালনা করা যাবে এবং সেই হিসেবে তার জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণও বাড়বে।

১৫.১৯। কারোর যদি কারাদন্ড ও জরিমানা দুটোই হয় এবং সে যদি জরিমানার টাকা দিতে না পারে তবে তার কারা দন্ড আনুপাতিক হারে বাড়বে।

১৫.২০। আদাম পঞ্চায়েত রেজ্য পরিষদ দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে জদন নামা (Marriage Certificate) এবং ছুরহাগোচ (Divorce Certificate) ইস্যু করতে পারবে।

পরিশিষ্ট-১

শাস্তির পরিমাণ

(ধারা ২.৫.৪ দেখুন)

১. সামাজিক সংগঠনের কাঠামো

১। আদাম পঞ্চায়েত বিচার সভা গঠন করার সময় সদস্যদের কমপক্ষে ২/৩ অংশ উপস্থিত না থাকলে নবগঠিত বিচার সভাটি সংশিণ্ঠষ্ঠ ষুলআনি পঞ্চায়েত দ্বারা বাতিল বলে ঘোষিত হবে। (ধারা ২.২.২)।

২। কোন নালিশের বিচারের সময় মহিলা সদস্যেদের ১/৩ অংশ সহ বিচার সভার ২/৩ অংশ সদস্য উপস্থিত না থাকলে সংশিণ্ঠষ্ঠ চাগালা পঞ্চায়েত বিচারটি পুনরায় সম্পন্ন করার জন্য আদেশ দেবে (ধারা ২.২.৩)।

৩। আদাম, চাগালা, ষুলআনি ও রেজ্য পরিষদের কোন সদস্য বা পদাধিকারীর বির ুদ্ধে দূর্নীতি/পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির অভিযোগ উত্থাপিত হলে নালিশ হওয়ার পর থেকে বিচারের রায় না হওয়া পর্য্যন্ড় তাকে সাময়িক বরখাস্ড়করতে হবে (ধারা ২.২.৪, ২.৩.৫, ২.৪.৪, ২.৫.১০)।

৪। আদাম, চাগালা, ষুলআনি ও রেজ্য পরিষদের কোন সদস্য বা পদাধিকারীর বির ুদ্ধে দূর্নীতি/পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং দোষী প্রমাণিত হলে উক্ত পদাধিকারী/সদস্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন (ধারা ২.২.৫, ২.৩.৬, ২.৪.৫, ২.৫.১১)।

৫। আদাম পঞ্চায়েতের লেগিয়্যেরা প্রতিটি বিচারের বিবরণ, বিতর্ক, সুওল-জবাব, চাকমা কাস্টমারী ল এর কোন ধারা মোতাবেক কত জরিমানা ও কি শাস্ড়িহল ইত্যাদি বিস্ড়ারিতভাবে লিখে না রাখলে বা তার কপি চাগালা পঞ্চায়েতে প্রেরণ না করলে সংশিণ্ঠষ্ঠ চাগালা পঞ্চায়েত উক্ত আদাম পঞ্চায়েতকে নোটিশ জারি করবে। পর পর তিন বার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও উক্ত আদাম পঞ্চায়েতটি কোন প্রকার ব্যাবস্থা না নিলে তা চাগালা পঞ্চায়েত অবমাননা করা হয়েছে বলে ধরা হবে এবং সেই আদাম পঞ্চায়েতটির বির ুদ্ধে ষুলআনি পঞ্চায়েতে নালিশ করা হবে (ধারা ২.২.৬)।

৬। চাগালা বা ষুলআনি পঞ্চায়েতের লেগিয়্যেরা প্রতিটি বিচারের বিবরণ, বিতর্ক, সুওল-জবাব, চাকমা কাস্টমারী ল এর কোন ধারা মোতাবেক কত জরিমানা ও কি শাস্ড়িহল ইত্যাদি বিস্ড়ারিতভাবে লিখে না রাখলে বা তার কপি তদুর্দ্ধ পঞ্চায়েতে প্রেরণ না করলে উক্ত পঞ্চায়েতকে নোটিশ জারি করা হবে। পর পর তিন বার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও উক্ত পঞ্চায়েতটি কোন প্রকার ব্যাবস্থা না নিলে তা পঞ্চায়েত অবমাননা করা হয়েছে বলে ধরা হবে এবং সেই পঞ্চায়েতটির বির ুদ্ধে শাস্ড়িমূলক ব্যাবস্থা নেয়া যাবে (ধারা ২.৩.৫, ২.৪.৪)।

৭। বাৎসরিক অপরাধের খতিয়ান ও অভিমুখ বিশেণ্ঠষণ করে রেজ্য পরিষদ বাৎসরিক পুস্ড়িকা প্রকাশ না করলে রেজ্য পরিষদের দেবান ও সহকারী দেবানগণ রেজ্য পরিষদের বিচার সভায় কারণ দর্শাতে বাধ্য হবেন। এ ব্যাপারে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে অপারগ হলে দেবান ও সহকারী দেবানরা কার্যকরী পরিষদের সভায় ভর্ৎসিত হবেন এবং তা কার্যবিবরনীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে (ধারা ২.৫.৩)।

৮। রেজ্য সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ জানুয়ারী মাসের ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের শাস্ড়ির পরিমাণ নির্ধারণ করে নোটিশ জারি না করলে ও তা প্রত্যেক আদাম পঞ্চায়েতে গিয়ে না পৌঁছলে দেবান ও সহকারী দেবানগণ রেজ্য পরিষদের বিচার সভায় কারণ দর্শাতে বাধ্য হবেন এবং পরবর্তী একমাসের ভিতরে যাতে শাস্ড়ির পরিমাণের নোটিশ প্রত্যেক আদাম পঞ্চায়েতে গিয়ে পৌঁছে তার ব্যাবস্থা করতে বাধ্য হবেন। অন্যথায় তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন (ধারা ২.৫.৪)।

২. সামাজিক পঞ্চায়েত সমূহে বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিধি

৯। আদাম পঞ্চায়েত সদস্য রেজিস্টার মেইনটেইন না করলে সংশিণ্ঠষ্ঠ চাগালা পঞ্চায়েত উক্ত আদাম পঞ্চায়েতকে নোটিশ জারি করবে। পর পর তিন বার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও উক্ত আদাম পঞ্চায়েতটি কোন প্রকার ব্যাবস্থা না নিলে তা চাগালা পঞ্চায়েত অবমাননা বলে ধরা হবে এবং সেই আদাম পঞ্চায়েতটির বির ুদ্ধে ষুলআনি পঞ্চায়েতে নালিশ করা হবে (ধারা ৩.৪)।

১০। বিচার সভার বিচার চলাকালীন সময়ে হার্বারি, হিঝে, তালুকদার বা দেবানের অনুমতি ব্যাতিরেকে কেউ যদি সভাকক্ষ ত্যাগ করে বা বিনা অনুমতিতে কথা বলে অথবা বাদী-বিবাদী পক্ষের কেউ রূঢ় ভাবে কথা বলে তবে তার ৫০-৫০০ টাকা পর্যন্ড় জরিমানা হতে পারে। সভাকক্ষে যদি কেউ ঝগড়া, বিবাদ-বিসম্বাদ বা মারামারির মতো অবস্থার সৃষ্টি করে তবে তার ১০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ৩.১০)।

১১। বিচার সভায় যদি অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে ৫০-১০০০ টাকা লাজভার এবং তৎসঙ্গে ৫০-৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে (ধারা ৩.১১)।

৩. জনম সুধোম

১২। 'কজইপানি/কসইপানি' না দিয়ে সদ্যপ্রসূতা কারো গৃহে প্রবেশ করলে তার স্বামী/অবিভাবক উক্ত গৃহস্থের বুরপারার খরচ বাবদ ৫০০ টাকা দেবে (ধারা ৪.৩, ৪.৭)।

১৩। পাদুঅঝাকে তার প্রাপ্য উপহার না দিলে এবং পাদুঅঝা গৃহকর্তাকে উপহার দেওয়া থেকে রেহাই না দিলে গৃহকর্তা পাদুঅঝাকে ৫০০-১৫০০ টাকা দিতে বাধ্য থাকবে (ধারা ৪.৫)।

১৪। গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসূতা নারীকে মারধোর করলে বা শারীরিক কষ্টকর কঠিন কর্ম করতে বাধ্য করলে এবং শারীরিক ভাবে নির্যাতন করলে ৩ থেকে ৬ মাসের জেল এবং ১০০০-৫০০০ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো এক মাসের জেল হবে। এই বিধি লংঘনের ফলে গর্ভস্থিত সন্ড়ানের ক্ষতি বা মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অপরাধীকে ভ্রূণহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ড়করা হবে। এক্ষেত্রে এক থেকে ৩ বছরের জেল এবং ৫০০০-১০০০০ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো অতিরিক্ত ৬ মাসের জেল হবে (ধারা ৪.৯)।

৪. জদন সুধোম/সাঙা সুদাম

১৫। জরা বানি দিবার অসম্মতির প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে ১০০০-৫০০০ টাকা লাজভার এবং ৫০০-৩০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে (ধারা ৫.২.২)।

১৬। যে সব সম্পর্কে বিবাহ হয় না সেসব সম্পর্কে বিবাহ হলে পঞ্চায়েত তাদের ছারাছারি হওয়ার আদেশ দেবে। যদি তারা আদেশ অমান্য করে তবে তাদের এগঘাচ্যে করা হবে। যদি পাত্র/পাত্রী আলাদা বাড়িতে থাকে তবে শুধু তাদেরকে এবং যদি তারা পাত্রের পিতা/মাতা বা কন্যার পিতা/মাতা বা অন্য কারো বাড়িতে থাকে তবে সেই পরিবারটিকেও একঘাচ্যে করা হবে (ধারা ৫.১১.১, ৫.১১.২, ৫.১১.৩,

৫.১১.৪, ৫.১১.৫, ৫.১১.৬, ৫.১১.৭, ৫.১১.৮।

১৭। কোন রমনী এক স্বামী বর্তমানে অপর কারোর সঙ্গে বিবাহ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই প্রথম স্বামী থেকে ছুরকাগোচ নিতে হবে (৫.১২.১)।

১৮। পণ আদান-প্রদানে পাত্রী, পাত্র বা উভয়পক্ষকে দোষী পাওয়া গেলে প্রত্যেকের ১০০০-১০০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে। (ধারা ৫.১৪)।

১৯। কোর্ট ম্যারেজ করার পর কেও সামাজিক অনুমোদনের জন্য জরা বানানা, চুমুলোঙ এবং খানা সিরেনি অনুষ্ঠান না করলে তাকে সিনেলি দোষে দোষী বলে মানতে হবে এবং ৫০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ড় জরিমানা হতে পারে (ধারা ৫.১৭)।

২০। তিনপুরের পর কোন পক্ষ বিবাহ বাতিল করলে ১০০০-১০০০০ টাকা পর্যন্ড়লাজভার এবং ৫০০-১৫০০ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ৫.১৮.১, ৫.১৮.৩)।

২১। সাঙু দুওর বন গরানার পর যে কোন পক্ষ তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে বিবাহ আলাপ করলে ৫০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ড়লাজভার এবং ১০০-৫০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ৫.১৮.২)।

২২। পাত্র/পাত্রীর মাতা-পিতা/উপযুক্ত অবিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ হলে পাত্র/পাত্রীকে সিনেলি দোষে দোষী বলে মানা হবে এবং এই বিবাহের মূখ্য উদ্যোক্তার ৫০০-১০০০ টাকা, অঝার ৪০০-৮০০ টাকা ও সামালার ৩০০-৬০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ৫.১৮.৭)।

৫. সিনেলি

২৩। সিনেলি দোষে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উভয়ে বিবাহিত ও গরবা কুদুম হলে প্রত্যেকের ১৫০০-১৫০০০ টাকা এবং হেলেণ্ড্য কুদুম হলে ১২০০-১২০০০ টাকা, নারী বা পুর"ষের এক জন বিবাহিত ও গরবা কুদুম হলে ১০০০-১০০০০ টাকা এবং হেলেণ্ড্য কুদুম হলে ৭০০-৭০০০ টাকা, উভয়ে অবিবাহিত ও গরবা কুদুম হলে ৫০০-৫০০০ টাকা এবং হেলেণ্ড্য কুদুম হলে ৪০০-৪০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হবে (ধারা ৬.১)।

২৪। বিয়ের পর সম্পর্ক বিচারে কারো বিয়ে অবৈধ প্রমাণিত হলে সংশিণ্টষ্ট দম্পতিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয় এবং সিনেলি অপরাধে পুর"ষের ৫০০-৫০০০ টাকা এবং স্ত্রীর ৩০০-৩০০০ টাকা পর্যন্ড় জরিমানা হতে পারে এবং এই বিবাহের পাত্র/পাত্রী উভয় পক্ষের অবিভাবকদের ৫০০-১৫০০ টাকা, অঝার ৩০০-১২০০ টাকা এবং সাবালার ২০০-১০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ৬.৫)।

২৫। কুমারী কিংবা বিধবা স্ত্রীলোকের অবৈধ গর্ভ সঞ্চার হলে সিনেলি অপরাধের জন্য পুর"ষকে ৫০০-৫০০০ টাকা এবং স্ত্রীর ৩০০-৩০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হবে। পরবর্তীকালে গর্ভাবস্থায় স্ত্রী লোকটির দেখাশোনার সমস্ড়খরচ এবং সন্ড়নটি ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ড়ভরণ-পোষণের খরচ দোষী পুর"ষটিকে বহন করতে হবে (ধারা ৬.৬, ৬.১৫)।

২৬। বলাজুর ব্যতিরেকে অবৈধ গর্ভ সঞ্চারের জন্য দায়ী বলে কাউকে সনাক্ত করা না গেলে গর্ভবতী স্ত্রী লোকটির ৩০০-৩০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ৬.৭)।

২৭। বলাজুর ব্যতিরেকে অবৈধ গর্ভ সঞ্চারের জন্য কোন পুর"ষকে দোষী বলে অভিযুক্ত করা সত্বেও তা প্রমাণ করা না গেলে ৫০-১০০০ টাকা লাজভার এবং ১০০-১০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ৬.৮)।

২৮। কোন পুর"ষ কিংবা স্ত্রীলোক অপর কোন পুর"ষ কিংবা স্ত্রীলোকের নামে যদি অপবাদ দিয়ে থাকে,

সামাজিক আদালতে প্রমাণ করা না গেলে ৫০-৫০০ টাকা পর্যন্ড়লাজভার দিতে হয় (ধারা ৬.৯)।

২৯। অবিবাহিত যুবক যুবতী ধেই গেলে, পরে তাদের বিয়ে হোক বা না হোক, পলাতক সময়কালের মধ্যে অবৈধ সহবাসের দায়ে উভয়কেই সিনেলি দোষে পুর"ষের ৩০০-৩০০০ টাকা এবং স্ত্রীর ২০০-২০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ৬.১০)।

৩০। 'গরবা কুদুমের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের কোন ব্যক্তির ৫০-৫০০ টাকা পর্যন্ড় জরিমানা হতে পারে (ধারা ৬.১১)।

৩১। পলাতক যুগলের সাহায্যকারী ব্যক্তির (নারী কিংবা পুর"ষ) নি লিখিত হারে দন্ড হবে ঃ পলাতক যুগল উভয়ে বিবাহিত ও গরবা কুদুম হলে ৪০০-৪০০০ টাকা এবং হেলেণ্ড্য কুদুম হলে ৩০০-৩০০০ টাকা, নারী বা পুর"ষের এক জন বিবাহিত ও গরবা কুদুম হলে ৩০০-৩০০০ টাকা এবং হেলেণ্ড্য কুদুম হলে ২০০-২০০০ টাকা, উভয়ে অবিবাহিত ও গরবা কুদুম হলে ২০০-২০০০ টাকা এবং হেলেণ্ড্য কুদুম হলে ১০০-১০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হবে (ধারা ৬.১৮)।

৩২। ছারাছারির পর স্বামী ও স্ত্রী পুনরায় জদন না করা অবস্থায় সহবাস করলে পুর"ষের ১০০-১০০০ টাকা এবং স্ত্রীর ৫০-৫০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ৬.১৯)।

৬. গুর"তর অপরাধ

৩৩। এক বা একাধিক ভান্ড়েহত্যা করলে যাবজ্জীবন কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৭০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১)।

৩৪। এক বা একাধিক চামিনি হত্যা করলে যাবজ্জীবন কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৬০ হাজার থেকে ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২)।

৩৫। পিতা/মাতা হত্যা করলে যাবজ্জীবন কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৩)।

৩৬। সহোদর ভ্রাতা/ভগিনী হত্যা করলে ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৪০ হাজার থেকে ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৪)।

৩৭। কোন নাবালককে হত্যা করলে ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৩০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৫)।

৩৮। এক বা একাধিক ব্যক্তি হত্যা করলে ৭ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারা দন্ড এবং সঙ্গে ২০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৬)।

৩৯। এক বা একাধিক ভান্ড়ের হত্যার চেষ্ঠা করলে ২ থেকে ৭ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৭)।

৪০। এক বা একাধিক চামিনি হত্যার চেষ্ঠা করলে ১ থেকে ৭ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৮ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৮)।

৪১। পিতা/মাতা হত্যার চেষ্ঠা করলে ১ থেকে ৭ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৮ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৯)।

৪২। সহোদর ভ্রাতা/ভগিনী হত্যার চেষ্ঠা ১ থেকে ৫ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৭ হাজার থেকে ৫০

হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১০)।
৪৩। কোন নাবালকের হত্যার চেষ্ঠা করলে ১ থেকে ৪ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৬ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১১)।
৪৪। এক বা একাধিক ব্যক্তি হত্যার চেষ্ঠা করলে ১ থেকে ৫ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৫ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১২)।
৪৫। এক বা একাধিক ভান্ড্রেকে আহত করলে ১ থেকে ৪ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ১০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১৩)।
৪৬। এক বা একাধিক চামিনিকে আহত করলে ১ থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৮ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১৪)।
৪৭। পিতা/মাতাকে আহত করলে ১ থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৮ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১৫)।
৪৮। সহোদর ভ্রাতা/ভগিনীকে আহত করলে ৬ মাস থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৬ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১৬)।
৪৯। কোন নাবালককে আহত করলে ৬ মাস থেকে ২ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১৭)।
৫০। এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আহত করলে ৬ মাস থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৬ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১৮)।
৫১। যে কোন মহিলার উপর বলাজুর করলে ১ থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৮ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.১৯)।
৫২। নাবালিকার উপর বলাজুর করলে ৩ থেকে ৫ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ১০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২০)।
৫৩। বিবাহিত মহিলার উপর বলাজুর করলে ২ থেকে ৪ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৮ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২১)।
৫৪। গরবা কুদুম/ নিজ গুত্থির মহিলার উপর বলাজুর করলে ৩ থেকে ৫ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ১০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২২)।
৫৫। দলবদ্ধভাবে বলাজুর করলে প্রত্যেকের ৩ থেকে ৫ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ১০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২৩)।
৫৬। নাবালিকা অপহরণ করলে ৬ মাস থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২৪)।
৫৭। বিবাহের উদ্দেশ্যে বিবাহিত মহিলার অপহরণ করলে ৬ মাস থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২৬)।
৫৮। গরবা কুদুম/ নিজ গুত্থির মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে অপহরণ করলে ১ থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৮ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২৭)।
৫৯। নাবালিকার শ্ণ্টীলতাহানি করলে ৩ মাস থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৫ হাজার থেকে ৫০

হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২৮)।
৬০। বিবাহিত মহিলার শ্ণ্টীলতাহানি করলে ১ মাস থেকে ১ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.২৯)।
৬১। গরবা কুদুম/ নিজ গুত্থির মহিলার শ্ণ্টীলতাহানি করলে ১ মাস থেকে ১ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.৩০)।
৬২। দলবদ্ধভাবে শ্ণ্টীলতাহানি করলে প্রত্যেকের ১ মাস থেকে ১ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.৩২)।
৬৩। নাবালিকা অপহরণ করলে ১ মাস থেকে ২ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.২৪)।
৬৪। শিশু অপহরণ করলে ৬ মাস থেকে ২ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ১০০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.২৫)।
৬৫। সচেতন বা অচেতন অবস্থায় বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোন মহিলা বা পুরুষের নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন ফটো বা ভিডিওগ্রাফি করলে ১ মাস থেকে ২ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.৩২)।
৬৬। ডাকাতি করলে ডাকাতি করা সমস্ড়জিনিসপত্র দ্বিগুন মূল্যসহ ফেরত দিতে হবে। সঙ্গে ৬ মাস থেকে ৩ বছর কারা দন্ড এবং ১০০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৩৩)।
৬৭। কারোর সম্পত্তি হানি করলে ক্ষতিগ্রস্থ সমস্ড়জিনিসপত্রের দ্বিগুন মূল্যসহ ফেরত দিতে হবে। সঙ্গে ১ মাস থেকে ২ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.৩৪)।
৬৮। হিয়োঙের বা হিয়োঙের সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করলে ক্ষতিগ্রস্থ জিনিসপত্রের দ্বিগুন মূল্যসহ ফেরত দিতে হবে। সঙ্গে ১ মাস থেকে ২ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.৩৫)।
৬৯। অস্ত্র ব্যাবসা ১ মাস থেকে ২ বছর কারা দন্ড অথবা ৫০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে (ধারা ১৪.৩৬)।
৭০। মানব ব্যাবসায় ৩ বছর থেকে ৭ বছর কারা দন্ড এবং সঙ্গে ৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৪.৩৭)।

৭. নানাবিধ

৭১। বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত মহিলার ৩ থেকে ৬ মাসের কারা দন্ড ও ১০০০-১০০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে। বেশ্যা বৃত্তিতে সাহায্যকারী ব্যক্তির ১ থেকে ৩ মাস কারা দন্ড ও ৫০০-৫০০০ টাকা অর্থদন্ড হতে পারে (ধারা ১৫.২)।
৭২। বিবাহিত দম্পত্তির কারোর সম্পর্কে কোন মিথ্যা অপবাদপ্রচারের দ্বারা দম্পত্তির মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি করলে ৫০-১০০০ টাকা লাজভার এবং ১০০-১০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৫.৪.২)।
৭৩। নব-দম্পত্তির কাউকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে প্ররোচিত করলে ৫০০-৫০০০ টাকা পর্যন্ড়জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৫.৪.৩)।

৭৪ । সামাজিক বিচার সভায় মদ পান করে অসংলগ্ন ও উশৃঙ্খল আচরণ করলে ২০০-২০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৫.৮) ।

৭৫ । নালিশ করার জন্য আবেদন ফিস আদাম পঞ্চায়েতে ৫০ টাকা, চাগালা পঞ্চায়েতে ১৫০ টাকা, ষুলআনি পঞ্চায়েতে ৩০০ টাকা এবং রেজ্য পরিষদে ৫০০ টাকা দিতে হবে (ধারা ১৫.১০ , ১৫.১৩) ।

৭৬ । অপরাধী সাব্যস্ড়ব্যক্তিকে কাছারী খরচ বাবদ আদাম পঞ্চায়েতে ১০০-২০০ টাকা, চাগালা পঞ্চায়েতে ২০০-৪০০ টাকা, ষুলআনি পঞ্চায়েতে ৩০০-৫০০ টাকা এবং রেজ্য পরিষদে ৫০০-১০০০ টাকা দিতে হবে । বাদী বিবাদী উভয়েই দোষের ভাগীদার হলে কাছারী খরচ উভয়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টিত হবে (ধারা ১৫.১১) ।

৭৭ । বিচাররে নথি পাবার জন্য বাদী/বিবাদী প্রত্যেককে আদাম পঞ্চায়েতে ৫০ টাকা, চাগালাতে ১০০ টাকা, ষুলআনিতে ১৫০ টাকা ও রেজ্য পরিষদে ২০০ টাকা ফিস জমা দিতে হবে । (ধারা ১৫.১২) ।

৭৮ । সমাজের মালিকানাধীন কোন সম্পদের ক্ষতিসাধন করলে ক্ষতি সাধিত সম্পত্তির মূল্য বরাবর ক্ষতিপূরণ ও ৫০-১০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে (ধারা ১৫.১৬) ।

৭৯ ।গ্রামের কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির সাধ্বিন্যের জন্য পরিবার পিছু ১ কে. জি. চাউল এবং ১০-১০০ টাকা চাঁদা দিতে হবে (ধারা ১৫.১৭) ।

৮০ । জদননামা পাবার জন্য ৫০ টাকা ও সুরকাগোচ পাবার জন্য ১৫০ টাকা ফিস জমা দিতে হবে । সুরকাগোচের ফিস থেকে লেখক ১০০ টাকা পাবে (ধারা ১৫.২০) ।

বিচারের নথি

(ধারা ২.২.৬ দেখুন)

১) বিজেরর পুর ঃ

২) বাদী ঃ

৩) বিবাদী ঃ

৪) কন ধারায় নালিশ গরা ওয়ে ঃ

৫) বাদীর মুকপাত্তি ঃ

৬) বিবাদীর মুকপাত্তি ঃ

৭) বাদীর জবানবন্দী ঃ

৮) বিবাদীর জবানবন্দী ঃ

৯) সাক্ষী ১-অর জবানবন্দী ঃ

সাক্ষী ২-অর জবানবন্দী ঃ

সাক্ষী ৩-অর জবানবন্দী ঃ

১০) বাদীরে সুওল-জবাব ঃ

পুঝোর-১ঃ

জবাব ঃ

পুঝোর-২ঃ

জবাব ঃ

পুঝোর-৩ঃ

জবাব ঃ

পুঝোর-৪ঃ

জবাব ঃ

১১) বিবাদীরে সুওল-জবাব ঃ

পুঝোর-১ঃ

জবাব ঃ

পুঝোর-২ঃ

জবাব ঃ

পুঝোর-৩ঃ

জবাব ঃ

পুঝোর-৪ঃ

জবাব ঃ

১২) বাদীর মুকপাত্তি ঃ

১৩) বিবাদীর মুকপাত্তি ঃ

১৪) রায় ঃ

১৫) কন ধারায় রায় দ্যে অহ্‌ল' ঃ

কার্বারী/হিঝে/তালুকদার/দেবান

আহ্‌জিল চাবাঙীগুনোর নাঙ আ স্বাক্ষর

১)

২)

৩)

৪)

৫)

৬)

৭)

৮)

৯)

১০)

১১)

১২)

লেগিয়েবোর নাঙ

পরিশিষ্ট-৩

চাগালা কর্তৃক ষুলআনিতে প্রেরিত মামলার মাসিক খতিয়ান

(ধারা ২.৩.৫ দেখুন)

চাগালার নাঙ ঃ মাস ঃ

নাদা	আদামর নাঙ	বিজেরর রিবেঙ কথা	রায়	ধারা
১.				
২.				
৩.				

পরিশিষ্ট-৪

ষুলআনি কর্তৃক রেজ্য পরিষদে প্রেরিত মামলার মাসিক খতিয়ান

(ধারা ২.৪.৪ দেখুন)

ষুলআনির নাঙ ঃ মাস ঃ

নাদা	চাগালার নাঙ	হয়েন বিজের ওয়ে	হন হন ধারা লারচার ওয়ে	মতামত
১.				
২.				
৩.				

জদন নামা

(ধারা ১৫.২০ দেখুন)

TRIPURA RECHJYO CHAKMA SAMAJIK PANCHAYET PARISHAD

_____ Aadam Panchayet

Chagala: _____, Suloani: _____, Rechjyo:Tripura.

MARRIAGE CERTIFICATE

This is to certify that Dangubi_____, D/O_____ r/o Vill_____, PS_____, Dist_____ has been married to Dangu_____, S/O_____, r/o Vill_____, PS_____, Dist_____.

Their date of marriage is the _____, 20_____.

Dangu_____, r/o_____ was Ajha & Dangu_____, r/o_____ was Sabala in the Marriage ceremony.

They are also certified that, they are having approvable marriage relation between them and have fulfilled all the social rituals and customs on course of their marriage ceremony.

Harbari

Pongcharra Aadam Panchayet

..... আদাম পঞ্চায়েত

..... ষুলআনি।

তিবুরা

১। হার্বারি ঃ .....

২। এজাল হার্বারি ঃ .....

৩। লেগিয়্যে ঃ .....

৪। লেগিয়্যে ঃ .....

৫। ভা ালি ঃ .....

৬। মিলে চাবাঙি ঃ .....

৭। মিলে চাবাঙি ঃ .....

৮। মিলে চাবাঙি ঃ .....

৯। মিলে চাবাঙি ঃ .....

১০। মিলে চাবাঙি ঃ .....

১১। মিলে চাবাঙি ঃ .....

১২। চাবাঙি ঃ .....

১৩। চাবাঙি ঃ .....

১৪। চাবাঙি ঃ .....

১৫। চাবাঙি ঃ .....

১৬। চাবাঙি ঃ .....

১৭। চাবাঙি ঃ .....

তিবুরা রেজ্য চাকমা সামাজিক পঞ্চায়েত পরিষদ

১। দেবান ঃ .....
২। এজাল দেবান ঃ .....
৩। এজাল দেবান ঃ .....
৪। এজাল দেবান ঃ .....
৫। এজাল দেবান ঃ .....
৬। লেগিয়্যে ঃ .....
৭। লেগিয়্যে ঃ .....
৮। ভাৗলি ঃ .....
৯। এজাল ভাৗলি ঃ .....

..... ষুলআনি

১। তালুকদার ঃ .....
২। এজাল তালুকদার ঃ .....
৩। এজাল তালুকদার ঃ .....
৪। লেগিয়্যে ঃ .....
৫। লেগিয়্যে ঃ .....
৬। ভাৗলি ঃ .....
৭। এজাল ভাৗলি ঃ .....

..... চাগালা

১। হিঝে ঃ .....
২। এজাল হিঝে ঃ .....
৩। এজাল হিঝে ঃ .....
৪। লেগিয়্যে ঃ .....
৫। লেগিয়্যে ঃ .....
৬। ভাৗলি ঃ .....